আকস্মিক বন্যা

লাগাতার বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যা জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি ও কিস্তওয়ার জেলায়। ভেসে গেছে বহু বাড়ি ও গাড়ি। ধস নেমে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে বহু মানুষ

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

দুর্বল নিম্নচাপ

দক্ষিণের জেলায় মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হয়ে খানিকটা শক্তি হারাবে। উত্তরে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে মঙ্গলবারের পর বৃষ্টি কিছুটা কমবে

জলমগ্ন এলাকা, বন্ধ হল অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

বিশ্বে ফেসবুক বিভ্রাট, ব্যাহত পরিষেবা, সমস্যায় ইউজাররা

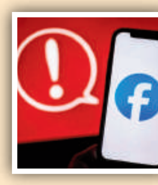

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৪৯ ● ২০ জুলাই, ২০২৬ ● ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 49 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 20 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেই শুরু অঙ্গীকার এবং লড়াই

প্রতিবেদন : নতুন করে পথচলা শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের। ৪০ ঘণ্টা পরে ২১ জুলাই, শহিদ স্মরণ। বাংলার বুকে এই দিনটাই হল আবেগ আর শপথের। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই ১৩ শহিদের রক্তে নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। আক্রান্ত ও গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে শহিদ স্মরণ মানেই বাংলার বুকে স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে শপথ নেওয়া এবং লড়াইয়ের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া।

এবারের শহিদ স্মরণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং আদালতের নির্দেশ তারামণ্ডল চত্বরে। মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে। দূর গ্রাম-শহর থেকে আসতে শুরু করেছেন কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ। একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপির সন্ত্রাস, অন্যদিকে বেইমানদের নীতিহীন রাজনীতি। জবাব দেবেন তারামণ্ডল চত্বরে আসা মানুষ। আদালতের নির্দেশ তাই ইচ্ছা থাকলেও কর্মী-সমর্থকরা বাংলা জুড়ে আসতে

ক্যাথিড্রাল রোড। রবিবার সন্ধ্যা। শহিদ স্মরণের সভার প্রস্তুতির তদারকিতে নেতৃত্ব।

পারছেন না। তাঁদের চোখ থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসের সামাজিক মাধ্যম এবং নেত্রীর ফেসবুকে। সকাল ১১টা থেকে জমায়েত শুরু। প্রতিবারের মতো এবারও জেলাগুলি থেকে খবর আসছে, আমরা আসতে চাই। কর্মী-সমর্থকদের আবেগের কথা মাথায় রেখেও আদালতের নির্দেশের কথা মনে রাখছেন নেতৃত্ব। তাই যতটা সম্ভব সমর্থকদের বোঝানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে কোর্টের নির্দেশ মানতে হবে। যাঁরা আসতে পারছেন না, তাঁরা এলাকায় এলাকায় শহিদ দিবস পালন করুন। তারামণ্ডল চত্বরের অনুষ্ঠানের সঙ্গেই। (এরপর ১০ পাতায়)

তৃণমূলের সঙ্গে সর্বদল বৈঠক বয়কটে ইন্ডিয়া

প্রতিবেদন : বিজেপির বেইমান তৈরির রাজনীতির বিরুদ্ধে নজির তৈরি হল দিল্লিতে। রবিবার সংসদ শুরু হওয়ার আগে ছিল সর্বদল বৈঠক। সেই বৈঠকে তৃণমূলের গদ্দার বাহিনীকেও ডাকা হয়েছিল। সংখ্যাতত্ত্বে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে বিজেপি। তাই দেশজুড়ে চলছে দল ভাঙানোর খেলা। কেনাবেচা চলছে সাংসদ ও বিধায়ক। বাংলা থেকেও

বেইমানরা কেন বৈঠকে

মেরুদণ্ড ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিজেপির এই নোংরা রাজনীতির শরিক হয়েছে কিছু সাংসদ। তাদের বিরুদ্ধে বৈঠকের শুরুতেই প্রতিবাদ জানিয়ে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তৃণমূলের সাংসদরা। তৃণমূলের সঙ্গেই বিজেপির নোংরা রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বৈঠক ত্যাগ করে সমস্ত বিরোধী দল। দিল্লির রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হল। (এরপর ১০ পাতায়)

আমতলায় কার্যালয় ভাঙা স্থগিত : কোর্ট

প্রতিবেদন : আমতলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় ভাঙার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শনিবার থেকে এই কার্যালয় ভাঙার কাজ শুরু হয়। এরপর রবিবারই হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়। আইনজীবী কিশোর দত্ত বিষয়টি বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর নজরে আনেন। বিচারপতি কার্যালয় ভাঙার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। তিনি জানান, (এরপর ৬ পাতায়)

পুলিশ ও বালিশ শিবিরের চক্রান্তে গ্রেফতার শুরু তৃণমূল সংগঠকদের

প্রতিবেদন : চক্রান্ত শুরু। বিজেপির নেতৃত্বে বালিশ শিবিরের নোংরা চক্রান্ত। একুশ জুলাই যাতে আসল তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য-সমর্থকরা ক্যাথিড্রাল রোডের সভায় আসতে না পারেন তার জন্য বাজারে নেমে পড়েছে পুলিশ। দলের দক্ষ সংগঠকদের ভিত্তিহীন অজুহাতে গ্রেফতার করা শুরু হয়েছে। খড়্গপুর থেকে রায়গঞ্জ— একই চিত্র। লক্ষ্য অন্তত ৩-৪ দিন তাঁদের হেফাজতে রাখা। যাতে ২১ জুলাইয়ে তাঁরা আসতে না পারেন এবং সংগঠিতভাবে সদস্য-সমর্থকদের নিয়ে আসতে না পারেন। এই সংগঠকরা কোনও প্রলোভনে পা দেননি। পুলিশ এবং বিজেপির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লড়াই করে চলেছেন। বিজেপির বাই-প্রোডাক্ট বেইমানরা এখন বুঝতে পারছেন কেউ কেউ বেইমান হতে পারেন, কিন্তু তৃণমূল স্তর অটুট রয়েছে। সকলে নেত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে সভায় আসছেন। সেই স্রোত বন্ধ করার জন্যেই ইতিমধ্যেই প্রায় হাজার জন দক্ষ দলীয় সংগঠককে চক্রান্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃণমূলও অবশ্য ছেড়ে দিতে রাজি নয়। পাল্টা আইনি লড়াই চলছে।

টার্গেট ২১ জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ

খড়্গপুর থেকে রায়গঞ্জ, পুলিশি চক্রান্ত চলছে। কোর্টের অনুমতির পরেও ক্যাথিড্রাল রোডেও একই চিত্র।

তবে তৃণমূল নেতৃত্বের মাথায় থাকছে আদালতের নির্দেশ। কোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য কর্মী-সমর্থকদের নির্দেশ দিয়েছে। রবিবারই ২১ জুলাইয়ের প্রচারসভা সেরে কলকাতায় ফিরছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। এমন সময় বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী সেখানে এসে আপত্তিকর শব্দ এবং আচরণ করতে থাকে। কল্যাণ পাল্টা জবাব দেন। কিন্তু রাস্তাতে দাঁড়িয়ে এ কোন অসভ্যতার নজির তৈরি করছে বিজেপি! তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় বেরলে কেন এই আচরণ করা হবে? পুলিশই বা হাত গুটিয়ে বসে কেন? দলের বিভিন্ন স্তর থেকে অভিযোগ আসছে বিজেপি ও বালিশ শিবির ওসি-দের দিয়ে চাপ দিচ্ছে। সরাসরি বলা হচ্ছে সভায় যাওয়া যাবে না। গদ্দার শিবির ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আর বিজেপি রাজনৈতিকভাবে তাদের মদত দিচ্ছে। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, যতই চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র হোক না কেন, কোর্টের নির্দেশ মেনে এবারের শহিদ স্মরণ ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে।

দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে সোনম ওয়াংচুক

প্রতিবেদন : অনশন মঞ্চ থেকে শনিবার চ্যাংদোলা করে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল দিল্লি পুলিশ। সেই হাসপাতালের বেডে শুয়েই খোলা চিঠি লিখলেন সোনম ওয়াংচুক। সোনমের অনশন ভঙ্গের চেষ্টার পরই ককরোচ জনতা পার্টি

সংসদ অভিযান রুখতে মরিয়া বিজেপির চক্রান্ত

সংসদ অভিযানের ডাক দেয়। সেই অভিযান সফল করার ডাক দিয়েছেন ওয়াংচুক। চিঠিতে এই অভিযানকে 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন' বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। সোনম অভিযোগ করেন, তাঁকে বেআইনিভাবে হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছে। এদিকে সিজেপির আন্দোলন প্রতিহত করতে মরিয়া বিজেপি। আগেভাগে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। সংসদ ভবন অভিযানের (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

চেয়ার

বারবার অপমান
ঔদ্ধত্যের দরবার
তুমি চেয়ার!
চেয়ারে থাকলেই
ভাবো তুমি
হঠাৎ জমিদার।
নাক যায় ফুলে
চুল যায় দলে
চক্ষু হয় ঢলঢলে
ভাবো ক্ষমতার কোলে।
জ্ঞান হবে মলে
চেয়ারে বসলে।
কত গেলো চলে
তুমিও গেলে।
কাকে চোখ দেখালে?
কতক্ষণ ভাবলে
আবার উধাও হলে।
চেয়ারটা এখন
একদম খালি।
কোথায় চোখের বালি?
বৃথা অহঙ্কার খালি।
কথা শোনে ওলি।
ক্ষণিকের অপমান
ভুলে যাও
জেনো প্রত্যাবর্তন
হবে, ওদের
চেয়ার পতন।
ওরা যে
ক্ষণস্থায়ী, শুধু
চেয়ার রতন।।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি তৃণমূলের

সংসদের বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারের আসল অভিসন্ধি নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করল তৃণমূল। প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিল এবং ফরেন কন্ট্রিবিউশন(রেগুলেশন) সংশোধনী বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রবিবার চিঠি দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। (বিস্তারিত ভিতরে)

তারিখ অভিধান

১৯৬৯
নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন প্রথম মানুষ হিসাবে চাঁদে পা রাখেন। ১৬ জুলাই তাঁরা অ্যাপোলো ১১-র যাত্রী হিসেবে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

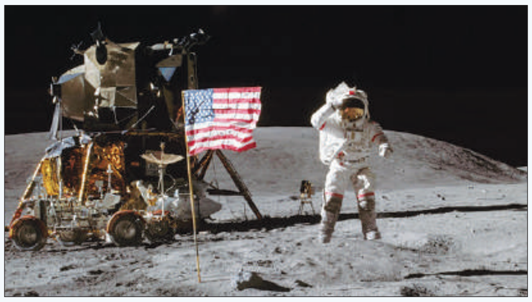

১৯১৯ এডমুন্ড হিলারি (১৯১৯-২০০৮) নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে জন্ম নেন। পর্বতারোহী ও অভিযাত্রী। ১৯৫৩-তে তেনজিং নোরগের সঙ্গে একযোগে এভারেস্ট জয় করেন। কমনওয়েলথ ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক অভিযানের অংশ হিসেবে তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ মেরু পৌঁছন। পরবর্তীকালে তিনি উত্তর মেরু অভিযান করলে বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পৃথিবীর দুই মেরু ও সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পদার্পণের দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

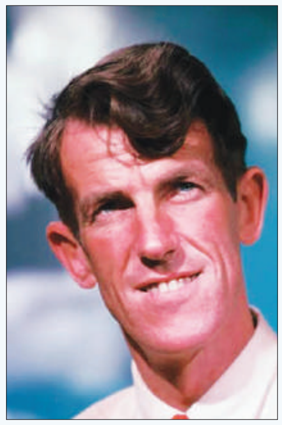

১৯২০
সারদা দেবী (১৮৫৩-১৯২০) এদিন পরলোক গমন করেন। রামকৃষ্ণের সাধনসঙ্গিনী ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘ জননী। সামান্য গ্রাম্যনারীর জীবন অতিবাহিত করলেও তিনি তাঁর জীবৎকালে এবং পরবর্তীকালে ভক্তদের কাছে মহাশক্তির অবতার রূপে পূজিত হতেন। মৃত্যুর পূর্বে এক শোকাতুরা শিষ্যাকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার। এই উপদেশটিই বিশ্বের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বার্তা। এদিন রাত দেড়টায় কলকাতার উদ্বোধন ভবনে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে তাঁর শেষকৃত্যসম্পন্ন হয়। এই স্থানটিতেই বর্তমানে গড়ে উঠেছে শ্রীমা সারদা দেবীর সমাধিমন্দির।

১৯৭৩
ব্রুস লি (১৯৪০-১৯৭৩) এদিন মারা যান। সর্বকালের প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত মার্শাল আর্ট শিল্পীদের অন্যতম। পশ্চিমা বিশ্বে চিনা সংস্কৃতির ধারণা বদলে দিয়েছিলেন। জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সনাতন মার্শাল আর্টের চর্চা। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে তিনি যেভাবে তাঁর হাত ও পা ছুঁড়ে দিতেন সেই স্টাইল তরুণদের বিমোহিত করত। হংকং-এ কাউলুন টং-এর একটি বাড়িতে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি বলছিলেন যে তাঁর মাথা ধরেছে এবং এজন্যে তিনি মাথাব্যথার ওষুধও খেয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর। তাঁর মরদেহ বহনকারী কফিন দেখার জন্যে রাস্তায় নেমে এসেছিল শোকাহত হাজার হাজার মানুষ।

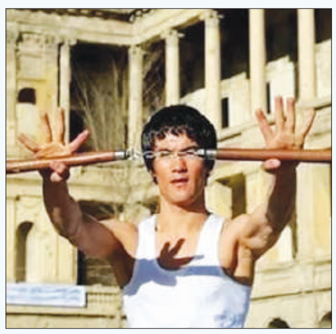

১৯৭২ গীতা দত্ত (১৯৩০-১৯৭২) এদিন প্রয়াত হন। সঙ্গীতশিল্পী। মূলত ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে হিন্দি ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত এবং বাংলা আধুনিক গান গাওয়ার জন্য বিখ্যাত। মৃত্যুকালে তিনি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বম্বেতে তাঁর মৃত্যু হয়।

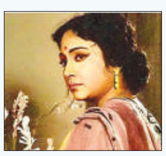

১৯৬৫ বটুকেশ্বর দত্ত (১৯১০-১৯৬৫) এদিন মারা যান। বিপ্লবী এবং ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা। ১৯২৯-এর ৮ এপ্রিল ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। তাঁরা পরিকল্পনা অনুসারে দুটি বোমা ফেলেন, যাতে কারও কোনও ক্ষতি না হয়। ফরাসি নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী বৈলেয়ন্টের মতোই ভগৎ সিংহের বক্তব্য ছিল, 'বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজন'। বটুকেশ্বর দত্ত ও তিনি ইস্তাহার ছড়িয়ে দেন নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে, স্লোগান দেন এবং শান্তভাবে গ্রেফতার বরণ করেন।

১৯৭৪ কমল দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৭৪) প্রয়াত হন। প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী, প্রসিদ্ধ সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। সাঁঝের তারকা আমি, আমি ভোরের যূথিকা প্রভৃতি গান আজও সমাদৃত। তাঁর কয়েকটি রাগাশ্রিত, কীর্তনাঙ্গ এবং ছন্দ-প্রধান গানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি

জোরকদমে চলছে ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ তৈরির কাজ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

নজরকাড়া ইনস্টা

ক্যাটরিনা কাইফ

রাইমা সেন

অনুপম রায়

শব্দবাংলা-১৭৬৯

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. ইচ্ছা ও আহ্লাদ ৬. আঁকশি ৮. সূর্য,আদিত্য ৯. বড়ো পাতাওয়ালা কচুবিশেষ ১০. রোজগার ১২. টাকা খাটানো ১৩. শক্তি, বিক্রম ১৫. অ-চূড়ান্ত।

উপর-নিচ : ২. আকৃতি, চেহারা ৩. রসের স্বাদ গ্রহণ ৪. চোঙ ৫. স্পষ্টভাবে নয়, কেবল ঠারে-ঠোরে ৭. সামাজিক অন্যায়ের শাস্তি ১১. প্রাক্-কলেজ মাধ্যমিক শিক্ষা ১২. বাচাল, বখাটে ১৪. স্বাধ্যায়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৬৮ : পাশাপাশি : ২.কাজে অকাজে ৫. পরঘরি ৬. গবেট ৭. নবেতর ৯. ঘরেপরে ১২. হনন ১৩. ফলাগম ১৪. চরণতল। **উপর-নিচ:** ১. ড্রপসিন ২. কারিগর ৩. অস্ফুটস্বরে ৪. জেয়াদা ৮. তন্দ্রাহরণ ৯. ঘনফল ১০. রেজামন্দি ১১. নাকচ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আমারশহর

চলছে একুশের মঞ্চ বাঁধার কাজ • প্রস্তুতি দেখছেন নেতৃত্ব

একুশে জুলাই : মঞ্চ তৈরির তদারকিতে তৃণমূল নেতৃত্ব

প্রতিবেদন : একুশে জুলাইয়ের শহিদ তর্পণের জন্য মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করল তৃণমূল। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের অদূরে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। রবিবার সন্ধ্যেয় সেই কাজের তদারকিতে ছিলেন কুণাল ঘোষ, দোলা সেন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, উপাসন চৌধুরী প্রমুখ। বহু বাধা পেরিয়ে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ মঞ্চ তৈরিতে এদিন কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ-উন্মাদনা ছিল প্রবল। এরপরও প্রতিহিংসার রাজনীতি অব্যাহত। মঞ্চ তৈরির প্রাক্কালে আলোচনা চলাকালীন বন্ধ করে দেওয়া হয় রাস্তার আলো। গোটা এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এদিন নন্দন ও অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকেও বহু মানুষ বেরিয়ে এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সমাবেশের অনুমতি না পাওয়ায় আদালত বিকল্প হিসেবে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনের রাস্তা নির্দিষ্ট করে দেয়। তারপরও কলকাতা পুলিশ বাধা দিয়ে জানায়, সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের চলাচলে যেন কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাই রাস্তা খোলা রাখতে হবে। শনিবার বিড়লা তারামণ্ডলের কাছে সভাস্থল খতিয়ে দেখার আগে লালবাজারেও বৈঠক করেন কুণাল ঘোষ, ডেরেক ও'ব্রায়েনরা। তবে মঞ্চের অবস্থান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বাদানুবাদের পর নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনড় থেকেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সভাস্থল পরিদর্শন করে কুণাল ঘোষ বলেন, পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে একটা সহযোগিতামূলক, পারস্পরিক সমন্বয়ের বৈঠক করার জন্য আমরা লালবাজারেও বৈঠক করেছি। যাতে পরে আবার কোনও বিকৃত প্রচার অথবা কোনওরকম জটিলতা তৈরি না হয়, ফলে পুলিশও সেটা মেনেছেন। ক্যাথিড্রাল রোডের পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাঙ্কে মঞ্চ করা হবে। মঞ্চের মুখ থাকবে ধর্মতলার দিকে। পুলিশ বলছিল উল্টোদিকে করার কথা। এদিন আবার লাইটও বন্ধ করে দিচ্ছে। মানুষের আর বোঝার বাকি নেই কিছু। আমাদের কিছু না বললেও মানুষ দেখছে।

বেইমান সুদীপকে তীব্র আক্রমণ কুণালের

প্রতিবেদন: তৃণমূলের সঙ্গে বেইমানি করে সংসদে আলাদা আসন পেয়েছেন কয়েকজন সাংসদ। এদের হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন উত্তর কলকাতার বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই নিয়ে বেইমান সুদীপকে তীব্র আক্রমণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে বেলেঘাটার বিধায়ক তথা উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি কুণাল ঘোষ বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার স্বার্থে নয়, উনি নিজের স্বার্থে চলছেন। উনি জীবনে কতবার দলবদল করেছেন তালিকাটা দিতে বলুন। কখনও শিবির বদল, কখনওবা দলবদল, কখনও মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। উনি আর কী কী করেছেন সবাই জানে। এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো ক্রমাগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হোয়াটসঅ্যাপ করে বলেছেন, আমি উত্তর কলকাতার সভাপতি হতে চাই। আমাকে পদ ফিরিয়ে দাও। তাঁকে সভাপতি করা হয়েছিল। তারপর ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর অনুরোধে নেত্রী তাঁকে আবার পদ ফিরিয়ে দেন। ওনার লজ্জা হওয়া উচিত। একজন সিনিয়র লোক হয়ে বারবার এভাবে সহানুভূতি কুড়িয়ে পদ নিয়েছেন। এরপর কুণাল আরও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, আমি তো শুনেছি দল ছাড়ার কয়েকদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হোয়াটসঅ্যাপ করে বলেছিলেন, আমি একটা নতুন গাড়ি কিনতে চাই, পার্টি কি আমায় কিছু টাকা দেবে? এর কোনও উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কিন্তু পার্টি তো কোনও টাকা দেয়নি। এরকম নির্লজ্জ একটা লোক গাড়ি কেনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে টাকা চাইছেন, আর তার ক'দিন পরেই দলবদল করে বড় বড় কথা বলছেন। এরপরই সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে কুণাল বলেন, আপনারা ওনাকে এটা জিগ্যেস করুন না? উনি, কখনও কংগ্রেস, কখনও কংগ্রেস (এস), কখনও তৃণমূল, কখনও আবার কংগ্রেস, কখনও নির্দল, কখনও মমতাদির হাত-পা ধরে 'আর হবে না, ভুল হয়ে গেছে,' বলে ফিরে আসা, আর কতবার, এই বয়সে এসেও আর কতদিন এসব করবেন তিনি?

এদিকে রবিবার স্পিকারের ডাকা সর্বদল বৈঠকে তৃণমূলের বেইমানদের ডাকায় বৈঠক শুরু হতেই ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া জোটের একটা বড় অংশের সাংসদরা। তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায়দের সঙ্গে অংশ নেন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, সিপিআই, ডিএমকে, শিবসেনা (উদ্ধব শিবির)-সহ বিভিন্ন দলের সাংসদরা।

সম্পাদকীয়

20 July, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যর্থ হবে চক্রান্ত

একুশে জুলাই শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান। ক্যাথিড্রাল রোডে অঙ্গীকার নেওয়ার দিন। থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। আদালতের নির্দেশ থাকায় জনপ্লাবনের চেহারা হবে না ঠিকই কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা বুঝিয়ে দেবে তৃণমূল আছে তৃণমূল স্তরেই, মানুষের মধ্যে, মানুষের চেতনায়, মানুষের লড়াইয়ে, মানুষের অঙ্গীকারে। বালিশ শিবিরকে প্রকাশ্যেই মদত দিচ্ছে বিজেপি। কারণ তারা শুধু সরকারি দল চালাবে তাই নয়, বিরোধী দলকেও নিয়ন্ত্রণ করতে বিধায়ক কেনাবেচার খেলা চালাচ্ছে। কিন্তু এভাবে বিধায়ক সাংসদদের অনৈতিকভাবে দল ভাঙিয়ে নিয়ে এলেও মানুষের মন যে পাওয়া যায় না, তা বুঝতে পেরেছে আসল তৃণমূলের একুশের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে। আর সেই কারণেই পুলিশ আর বালিশ শিবির বিজেপির মদতে হাত মিলিয়েছে। খড়্গপুর থেকে রায়গঞ্জ, তৃণমূলের দক্ষ সংগঠকদের গ্রেফতার করা শুরু হয়েছে। লক্ষ্য, ভুয়ো মামলা দিয়ে যেনতেনপ্রকারেণ এদেরকে অন্তত ৩-৪ দিন আটকে রাখা। যাতে তাঁরা একুশের সভায় যেতে না পারেন, সংগঠিতভাবে অন্যদেরকে নিয়ে যেতে না পারেন। পুলিশের ওসি-রা তৃণমূল নেতৃত্বকে ফোন করে করে হুমকি দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে। স্পষ্ট বলছে ক্যাথিড্রাল রোডের সভায় যাওয়া যাবে না। মূর্খের দল জানে না এভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকে রাখা যায় না। '৯৭-তে পেরেছেন নেত্রী, '২৬-এও পারবেন। এবার লড়াই হবে মুখোমুখি। নীতিহীন রাজনীতিকে বাংলার মানুষ কোন আস্তাকুঁড়ে ফেলেন, সেটাই লক্ষ্য রাখুন।

e-mail থেকে চিঠি

সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষিত হচ্ছে কেন?

নাগরিকত্ব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এমন পরিষ্কার রায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্নপূর্ণা যোজনার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, বিগত সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ ছিল। দেখা যাচ্ছে, সিএএ বা এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়াদের অনেকে ট্রাইবুনালে আপিল করেননি। এমন প্রায় ৩০ লক্ষ নাম রয়েছে। এঁরা স্থায়ীভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন। তাঁরা অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না। তবে যাঁরা সিএএতে এবং ট্রাইবুনালে আবেদন করেছেন তাঁদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অনুদান পাবেন। এ কথায় মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, আপিল বা ট্রাইবুনালে আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৪ লক্ষ (১৩ এপ্রিল পর্যন্ত)। কাজ এমন ধীর গতিতে চলছে যে এর মধ্যে মাত্র ৩৮ হাজারের নিষ্পত্তি হয়েছে। তার মানে, সব আপিলের ফয়সালা হলে (কতদিনে হবে কেউ জানে না) আরও কিছু নাম বাদের তালিকায় যুক্ত হতে পারে। কিন্তু তার আগেই আশ্চর্যজনকভাবে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ট্রাইবুনালে বিচারাধীনদের অনেকেই নাকি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন! বাতিল হচ্ছে তাঁদের রেশন কার্ডও। বিচারের আগেই কেন সরকার এমন 'অমানবিক' হচ্ছে তা তাঁরা জানেন না। 'ভয় আউট, ভরসা ইন'-এর স্লোগান দিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তাদের এহেন ভূমিকায় অজানা আশঙ্কায় ভুগছেন অনেকেই। প্রশ্নের মুখে নতুন সরকার। উঠছে স্বচ্ছতার প্রশ্নও। পরিষেবা বন্ধের ফতোয়া জারির পিছনে অন্য কোনো মতলব কাজ করছে কি না তা নিয়েই সংশয়। রাজ্যের সামাজিক প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে সুরাহা দেওয়া। তাই প্রশ্ন জাগছে, তাহলে কি সরকারের চোখে এরা অ-ভারতীয়?

— **উৎসব ঘোষ**
রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

শোন ওরে গদ্দার
শহিদ তর্পণের অধিকার
আমাদের মমতার

- এবারের ২১ জুলাই এক নতুন ভোরের সই
- শুনে রাখো গদ্দার আমরা বেইমান নই
- গিরগিটিদের জন্য নয় শহিদ তর্পণ, ২১শের গায়ে লেগে রক্তের অর্জন
- ২১ নয় কো সাধারণ দিন, ২১ করে না গ্রাহ্য কে গিদ্ধড়, আর কে অবচীন
- ২১ শুনেছে শুধু নতুনের জয়, ২১ মানে দর্পিত সাহস আর ভীরুতার পরাজয়

লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

একুশে জুলাই একটা আবেগের নাম। একুশে জুলাই একটা ইতিহাস। একটা প্রতিজ্ঞা নেওয়ার দিন। মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের স্মৃতিবাহী এই দিন।

অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচরের শাসক গোষ্ঠীকে ছুঁড়ে ফেলার আহ্বানে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই হাজার হাজার যুব কংগ্রেস বন্ধুরা মহাকরণ চলো সমাবেশে হাজির হয়েছিলেন। 'সচিত্র ভোটার কার্ড' ছাড়া নির্বাচন হবে না। সংগ্রামী চেতনায় কলকাতার রাজপথ মুখর হয়ে উঠল। যুবনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন এই পরিবর্তন আনতে পারবে যুবশক্তি। সেদিনের শাসকগোষ্ঠীর দম্ভকে চুরমার করে দিতে সারা কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠল। জনস্রোতে ভেসে গেল শহর কলকাতা।

যুব সমাজের মিছিলের গর্জন মহাকরণে প্রতিধ্বনিত হল। শাসক গোষ্ঠী বিচলিত হয়ে পড়ল। হয়তো তারা ভাবতে শুরু করল যুব মিছিল মহাকরণ দখল করতে আসছে। মহাকরণের আসার সব পথ অবরুদ্ধ করে দাও। ব্যারিকেড তৈরি কর। পুলিশ প্রশাসনের কাছে নির্দেশ গেল। সেই ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় যুব সম্প্রদায়ের আওয়াজ শুনতেই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রথমে লাঠিচার্জের পরে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হল। তবুও তরুণ ব্রিগেড সেই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াল না। পুলিশ আরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল। সাহসী যুবকদের উপর গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টায় পুলিশ মারমুখী হয়ে উঠল। রক্তে ভেসে গেল কলকাতার রাজপথ। প্রাণ হারালেন তরতাজা তেরো জন বীর সৈনিক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে এই আত্মবলিদান নতুন অধ্যায় রচনা করল।

২১ জুলাই নিছকই ক্যালেন্ডারের একটা দিন নয়। কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনার দিনও নয়। গঙ্গা দিয়ে যত জল বয়েছে, এই দিনটির তাৎপর্যও আরও নিগূঢ় হয়েছে।

কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই তাঁর নেতৃত্বে রাইটার্স অভিযানে তরতাজা ১৩টি প্রাণ ঝরে যায়। আর সেই দিনটিকেই পাথেয় করে বঙ্গ রাজনীতিতে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস।

সর্বভারতীয় দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভারতের আনাচ-কানাচে পৌঁছে দিতে সহায়ক হয়েছে এই বিশেষ দিন।

বাংলার মসনদে তখন জ্যোতি বসুর সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তৃণমূল কংগ্রেসের তখনও জন্ম হয়নি। কংগ্রেসনেত্রী হিসেবেই সর্বজনবিদিত মমতা। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনবার জন্য সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবি তোলেন মমতা। সেই দাবি নিয়ে তৎকালীন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবালয় মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয় কংগ্রেসের তরফে। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে

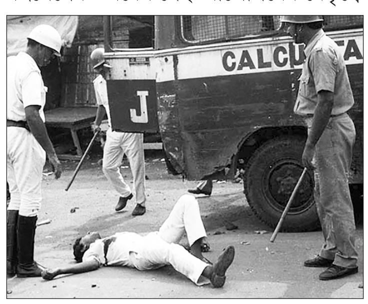

ছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকরণ অভিযানের জন্য রাস্তায় নামেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। ব্যারিকেড গড়ে মহাকরণ অভিযান রুখতে তৎপর হয় পুলিশও। অভিযোগ, সেই মিছিলেই আচমকা গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। গুলিতে নিহত হন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। আহত হন মমতাও। গুলিকাণ্ডের ঘটনায় কার্যত তৎকালীন বাম সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায় বিরোধীরা। ১৩ জনের সেই মৃতদের তালিকায় ছিলেন শ্রীকান্ত বর্মা, বন্দনা দাস, দিলীপ দাস, মুরারি চক্রবর্তী, রতন মণ্ডল, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, অসীম দাস, কেশব বৈরাগী, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ রায়, আব্দুল খালেক এবং ইনু মিঞা।

মহাকরণ অভিযানে এই গুলিকাণ্ডের পরেই রাজ্যে এবং দিল্লিতে বিরোধী মুখ হিসেবে পরিচিত হন মমতা। আর ঠিক সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯৯৩-তেই প্রথম নিজের দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর তোলেন মমতা। কারণ, তদানীন্তন বাম সরকারকে সহায়তা করছিল কংগ্রেস। দলের একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে এক 'পরিচ্ছন্ন কংগ্রেসের' দাবি তোলেন তিনি। আশিস চক্রবর্তীর 'থেরাটিক্স অব বেঙ্গল টাইগ্রেস' বলছে, কলকাতার আলিপুরে একটি জনসভায় গলায় শাল পেঁচিয়ে আত্মহত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন জননেত্রী।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন , তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ইনিংসে নজর দিলেই দেখা যাবে, যে ধরনের প্রতিবাদ বারবার তিনি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তার মূল ভিত্তিই ছিল জন আবেগ। কংগ্রসের হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরে সরকারি ঔদাসীন্যের অভিযোগ তুলে ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন নেত্রী। ১৯৯৩-তে যে ভিন্ন জনমত পরিপুষ্টির লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন মমতা, ১৯৯৭ সালে সেই লক্ষ্যে উন্নীত হন তিনি। স্থাপন করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। লক্ষণীয় সেই বছরেও ফেব্রুয়ারি মাসে লোকসভায় রেল বাজেট পেশের দিন তদানীন্তন রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের দিকে শাল নিক্ষেপ করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মমতা। তারপরেই সাংসদ পদে ইস্তফা দেন তিনি।

২১ জুলাই মহাকরণ অভিযানে কার নির্দেশে গুলি চালানো হয়েছিল, কেন চালানো হয়েছিল তা জানা যায়নি। তৎকালীন জ্যোতি বসুর সরকার তদন্ত করলেও কোনও পুলিশ কর্মীর শাস্তি হয়নি। মা মাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় এলে ২১ জুলাইয়ের ঘটনার জন্য ২০১২ সালের গোড়ায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাক্ষ্য দেন স্বরাষ্ট্রসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতিকে তিনি জানিয়ে দেন, অনেক খোঁজ করেও ২১ জুলাইয়ের ঘটনা নিয়ে তার আগে বা পরের কোনও ফাইলের হদিশ পাওয়া যায়নি। তখনই অভিযোগ ওঠে, বাম সরকার পরিকল্পিতভাবে তাঁদের বহু দুর্নীতির ফাইল লোপাট করেছে।

২১শে জুলাইয়ের 'নো আইডি কার্ড নো ভোট' আন্দোলন, সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম, তিনটি পৃথক আন্দোলন। পৃথক স্থান-কাল। কংগ্রেস নেত্রী থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী, তারপর মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতার শৃঙ্গারোহণের নেপথ্যে বারবার এসেছে গণআন্দোলন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৯৩ সালে মহাকরণ অভিযানের অগ্নিগর্ভ পরিণতির পরেই কার্যত পৃথক আন্দোলনের সুর তুলতে শুরু করেন মমতা। প্রকৃত বাম বিরোধী কংগ্রেস গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর যাত্রার পরিণতি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন। ২১ জুলাইয়ের আন্দোলনের মধ্যেই সেই বীজ সুপ্ত ছিল।

যাঁরা আজ নানা ন্যারেটিভ ছড়িয়ে আর বুকনি দিয়ে শহিদ দিবসের আবেগকে বিভ্রান্ত ও গুরুত্বকে দিকভ্রান্ত করার প্রবল চেষ্টা করছেন, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, ১৯৯৩ এর ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযানের একক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মমতা। আসলে সেই দিনেই পৃথক তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের বীজ পোঁতা হয়েছিল। ওই আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর রাজনৈতিক ইনিংসের প্রথম একক নেতৃত্বাধীন আন্দোলন। পরবর্তীতে যখন সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন হয়, ততদিনে তৃণমূল পৃথক পরিচিতি লাভ তো করেছেই এমনকী খেটে খাওয়া 'তৃণমূলী' মানুষদের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছে। মহাকরণ অভিযানের আগে জনজীবনের সর্বস্তরে তাঁকে অবিসংবাদী জননেত্রী হিসেবে গ্রহণ করার তাগিদ অনুভব করেনি বাংলার জনতা। তার পর থেকেই প্রতিবার আন্দোলনের সূত্রে এই আস্থা অর্জনই আসলে একধাপ করে এগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

এটা যদি কেউ নিজে ভুলতে ও অন্যকে ভোলাতে চান, তিনি তবে আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন।

২১শে জুলাই বেইমানদের উৎসব পালনের দিন নয়, আমাদের শহিদ তর্পণের অনুষঙ্গে আগামীর জন্য সংকল্প গ্রহণের দিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশের সমাবেশের প্রস্তুতি সভা জেলায় জেলায়

দিদি আমাদের পাশে থেকেছেন, আমরাও তাঁর সঙ্গেই থাকব

সংবাদদাতা, হুগলি : দিন বদল হয়েছে, সরকার বদলেছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভরসা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। ২১ জুলাইয়ের শহিদের দাদার আস্থা সেই দলনেত্রীতেই। ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাইটার্স অভিযানে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জন কর্মীর। সেই তেরো জনের মধ্যে ছিলেন হুগলির সাহাগঞ্জের অসীম দাস। অসীমের পরিবার প্রতিবছর একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ সমাবেশে উপস্থিত হতেন। এবার রাজ্যে পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদল হয়েছে। সেদিন যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের পরিবারকে আমন্ত্রণ জানাতে পৌঁছে যাচ্ছেন বিভিন্ন দলের নেতারা।

কয়েকদিন আগে দোলা সেন অসীম দাসের বাড়িতে এসে অসীমের পরিবারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। শহিদ পরিবার সাফ জানাচ্ছে, তাঁদের ভরসা একমাত্র দিদির উপরেই। অসীমের দাদা শিবু দাস বলেন, এই দিনটা এলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। প্রতিবার যাই, এবারও যাব। দল ক্ষমতায় নেই। কিন্তু এই বেইমানি মেনে নিতে পারছি না। দিদি তেত্রিশ বছর আমাদের পাশে থেকেছেন। ওনার সঙ্গেই আমরা থাকব।

একুশের প্রস্তুতি শুরু করতেই গ্রেফতার দেবাশিস

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : একুশে জুলাইয়ের সভা ভেস্তে দেওয়ার জন্য বিজেপি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নানা অজুহাতে গ্রেফতার করা হচ্ছে নেতা-কর্মীদের। এবার গ্রেফতার করা হল তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা দেবাশিস চৌধুরি ওরফে মুনমুনকে। দেবাশিস খড়্গপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি। ১৩ জুলাই ২১ নং ওয়ার্ডের মমতাবাই নামে এক মহিলা মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি এবং জমি হাতানোর

দেবাশিস চৌধুরি।

অভিযোগ করেন থানায়। তাতেই শনিবার গভীর রাতে তাঁর বাড়ি 'মালঞ্চ'-তে হানা দিয়ে গ্রেফতার করে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, সাতজনের নামে অভিযোগ করেছিলেন মমতাবাই। ঘটনা হল এফআইআর-এ দেবাশিসের নাম ছিল না। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই নাকি দেবাশিসের নাম উঠে আসে বলে পুলিশের দাবি। তারপরই শনিবার গভীর রাতে আইসি অমিতকুমার মিত্রের নেতৃত্বে পুলিশের একটি অত্যুৎসাহী দল দেবাশিসকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। রবিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেবাশিসের স্ত্রী নমিতা খড়্গপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। দাপুটে নেতা ও তুখোড় বক্তা হিসেবে জেলায় দেবাশিস তথা মুনমুনের। তৃণমূলের পক্ষে একুশে জুলাইয়ের জোরদার প্রচার শুরু করেছিলেন দুই বর্ষীয়ান নেতা দেবাশিস চৌধুরি ও জহর পাল। তাতেই বিজেপির বিষনজরে পড়েন দেবাশিস। তার জেরেই গ্রেফতার বলে অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের।

কোচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন কর্মীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার বেহাল রাস্তা

ডিভিসি-র উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা, রাস্তা অবরোধ

সংবাদদাতা, আসানসোল : ডিভিসির উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ছড়ায় তীব্র উত্তেজনা। বিক্ষোভে অবরুদ্ধ হয় রাস্তা। শনিবারও আসানসোলের বাম তীর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ডিভিসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা নোটিশে কোয়ার্টার ভাঙার পাশাপাশি ব্যক্তিগত বাড়ি ও দোকানপাট উচ্ছেদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে। রাস্তায় নেমে রবিবার ফের বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসে। পরে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ডিভিসি তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাম তীর এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে। অভিযানে ডিভিসির নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় রাজ্য পুলিশও। অভিযোগ, প্রায় ১১০টি পুরনো ডিভিসি কোয়ার্টার ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। তবে সেই অভিযানের মধ্যেই ব্যক্তিগত বাড়ি ও দোকানপাট নিয়েও উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন স্থানীয়রা। এই অভিযোগ সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। তাঁরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং সাময়িকভাবে রাস্তা অবরোধ করে ডিভিসির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, কোনও আইনি নোটিশ ছাড়াই হঠাৎই উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অমানবিক। তাঁদের দাবি, ডিভিসি যদি জমির মালিকানা দাবি করে, তাহলে প্রথমে আইন অনুযায়ী সেই জমির নথি ও মালিকানার প্রমাণ প্রকাশ করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পূর্ব নোটিশ ছাড়াই মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। ডিভিসি আগে প্রমাণ করুক যে সংশ্লিষ্ট জমি তাদের। এই এলাকায় বন দফতরের জমি, সরকারি অর্পিত জমি-সহ বিভিন্ন ধরনের জমি রয়েছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে বহু দরিদ্র পরিবার এখানে বসবাস এবং ছোট ছোট দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। হঠাৎ তাদের উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া মানবিক নয়। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ডিভিসির পক্ষে জানানো হয়, যথাযথ আইনি নোটিশ ছাড়া কোনও ব্যক্তিগত বাড়ি বা দোকান ভাঙা হবে না। কেবলমাত্র ডিভিসির দখল হওয়া কোয়ার্টারগুলির বিরুদ্ধেই অভিযান চলছে। ডিভিসি কর্তৃপক্ষের এই মৌখিক আশ্বাসের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিক্ষোভকারীরা আন্দোলন সাময়িক স্থগিত রাখেন।

অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

ঘাটালে চলল বুলডোজার পথে বসলেন ছোট দোকানিরা

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ক্ষমতায় আসার পরই গরিব নিরীহ মানুষজনের উপর অত্যাচার শুরু করেছে বিজেপি সরকার। যোগরাজ্যের মতো চলেছে বুলডোজার নীতি। শুক্রবার রাতভর ঘাটাল শহরে চলল সেই বুলডোজার। গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শহরের ফুটপাথের ছোট দোকানগুলি। এই উচ্ছেদে স্থানীয় লোকজন আদৌ খুশি নন। তাঁদের অভিযোগ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে পুজোর মুখে এভাবে গরিব মানুষজনকে পথে বসানো একেবারেই উচিত নয়। এই দোকানগুলির সঙ্গে হাজার মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে। তাঁদের সংসার চলবে কী করে। প্রশাসনের উচিত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ব্যাপারটাকে দেখা উচিত। প্রশাসনের এক আধিকারিকের দাবি, প্রত্যেককে আগে থেকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। শুনানিরও ব্যবস্থা হয়েছিল। অধিকাংশই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ ভাঙেনি। তাই প্রশাসনকে বুলডোজার চালাতে হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে আগেই ঘোষণা হয়েছিল, শুক্রবার সকাল থেকে উচ্ছেদ শুরু হবে। সেই মতো নির্দিষ্ট সময়ে মহকুমা প্রশাসন, পূর্ত দফতর, পুলিশ ও দমকল বাহিনী বুলডোজার নিয়ে হাজির হয়েছিল। অভিযান শুরুর আগে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে আলোচনা। পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানিয়েছিলেন, আপাতত পিচের

বুলডোজার চলার পর ধ্বংসস্তূপ ঘাটালের ফুটপাথ।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ ধৃত গৃহবধূ

সংবাদদাতা, অশোকনগর : বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ নিয়ে সিআইডির হাতে গ্রেফতার এক গৃহবধূ। ধৃতের নাম পূজা বিশ্বাস। তিনি হাবড়ায় ভাড়া থাকেন বলেই সিআইডি সূত্রে জানা গেছে। গৃহবধূর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬টি সেভেন ও নাইন এমএম রিভলভার ও ২০০ রাউন্ড কার্তুজ। এত আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছে সিআইডি। গোপন খবরের ভিত্তিতে সিআইডি ওই মহিলাকে ট্র্যাক করছিল। শেষমেশ শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর ৮ নম্বর এলাকার কালীবাড়ি থেকে ওই সন্দেহভাজন মহিলাকে আটক করে। জানা গিয়েছে, বিহার থেকে রিভলভার এবং কার্তুজ কিনে নিয়ে হাবড়ায় ভাড়া বাড়িতে যাওয়ার পথে নৈহাটি রোডে ৮ নম্বর কালীবাড়ি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কোন উদ্দেশ্যে, কার নির্দেশে সে এই আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করছিল তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী দল।

ফেসবুক বিভ্রাট

প্রতিবেদন : রবিবারের দুপুরে আচমকা বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত ফেসবুক। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীরা দুপুর ১টা থেকে সমস্যা লক্ষ করেন, বিশেষ করে যাঁরা ডেস্কটপে কাজ করছিলেন তাঁরা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারছিলেন না। মোবাইলে অবশ্য এই পরিষেবা সচল ছিল। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বেই এই বিভ্রাট লক্ষ করা যায়। এক লক্ষেরও বেশি ইউজার এক্স-এ সমস্যার কথা জানান।

আমতলায় কার্যালয়

(প্রথম পাতার পর) পরবর্তী নির্দেশ আসা না পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। রাজ্য নতুন কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। রাজ্যকে এই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিন হাইকোর্টে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র তরফে মামলা হয়। দলীয় কার্যালয়ের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুলিশ সরিয়ে য়ে গিয়েছে, লুঠপাট চালানো হয়েছে। অবিলম্বে তা ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, পাঁচতলা বিল্ডিং শনিবার থেকে ভাঙা হচ্ছে। ভাঙার আগে হিয়ারিং নোটিশ দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত আইনে 'স্ট্যাটুয়েটারি স্কিম' অনুযায়ী মালিককে আগে নোটিশ দিতে হয়। বিচারপতি তাঁর কাছে এই সংক্রান্ত নথি দেখতে চান। আইনজীবী জানান, তাঁদের সেটি দেওয়াই হয়নি। এই ভাঙার কাজ পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে করা হচ্ছে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, ৩০ জুন নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পাল্টা আবেদনকারীর দাবি, ১৫ জুলাই শুনানির দিন ধার্য ছিল। গত ৮ জুলাই শুনানির জন্য নোটিশ পৌঁছয়। মাত্র সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। কোনও নির্মাণ ভাঙার আগে মালিককে শুনানির নোটিশ দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে মালিকের পরিবর্তে ডিরেক্টরকে দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও শুনানি হয়নি। অভিযোগে কী কী ছিল সেই কপি দেওয়া হয়নি। এমনকী ভাঙার অর্ডার কপিও দেওয়া হয়নি। কোনও নির্মাণ বেআইনি হলে তা ভেঙে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাও দেওয়া হয়নি। মামলাটি শুনানির জন্য নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়ে বিচারপতি জানিয়ে দেন, রাজ্য নথি দেখাতে পারেনি। পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত ভাঙার কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

স্টিকার-রাজনীতির পর নির্লজ্জ মিথ্যাচার

শাহের কুৎসায় ফুঁসছে বাংলা

প্রতিবেদন : পরের ধনে পোদ্দারি করার একটা সীমা থাকে। কিন্তু বিজেপি বোধহয় সেই সীমানাটুকুও পার করে ফেলেছে! হাওড়ার সাঁকরাইলে আমূলের যে মেগা ডেয়ারি প্রকল্পের শিলান্যাস করে রবিবার অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারী নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, তা যে আদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই মস্তিষ্কপ্রসূত, সে কথা আজ আর কারও অজানা নয়। কিন্তু শুধু তৃণমূল আমলের প্রকল্পে নিজেদের স্টিকার সেঁটেই ক্ষান্ত হলেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমূলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিগত তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে নজিরবিহীন কুৎসা এবং নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে গেলেন। বিজেপির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ফের একবার প্রকট হয়ে গেল।

অমিত শাহের দাবি, আগের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছিলেন 'গুজরাতকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেব না'। আর সেই কারণেই নাকি আগে আমূল বাংলায় বিনিয়োগ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছিল। মিথ্যের এমন নির্লজ্জ বেসাতি সম্ভবত অমিত শাহের পক্ষেই করা সম্ভব! বাংলার মানুষ খুব ভাল করেই জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার 'গুজরাত মডেল'-এর নামে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি ও ঘৃণার পরিবেশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন, কোনও রাজ্যের বিনিয়োগ বা সমবায় ব্যবসার বিরুদ্ধে নয়। আর যদি তৃণমূল সরকার সত্যিই বাধা দিয়ে থাকে, তবে ২০২৫ সালের 'বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন'-এর মঞ্চে তৃণমূল আমলেই আমূলের কর্ণধার জৈন মেহতা কীভাবে এই লগ্নির কথা সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন? কীভাবে তৃণমূল আমলেই সাঁকরাইল ফুড পার্কে এই প্রকল্পের জমি চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্লু-প্রিন্ট চূড়ান্ত হয়েছিল? এই সহজ সত্যটুকু জেনেশুনে চেপে গিয়ে স্রেফ রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন শাহ। রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নিজেদের যোগ্যতায় একটাও বড় মাপের নতুন শিল্প আনার মুরোদ হয়নি বিজেপির। তাই তৃণমূলের তৈরি করে দিয়ে যাওয়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফিতে কাটার এই মরিয়া চেষ্টা চলছে। ৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ, প্রতিদিন ৩০ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ, হাজার হাজার দুগ্ধচাষির আয় বৃদ্ধি বা বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানার যে স্বপ্ন আজ শুভেন্দু অধিকারী দেখাচ্ছেন, তার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। এখন সেই গাছে নিজেদের নামের বোর্ড ঝোলাতে গিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছেন, তা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক চরম কলঙ্কজনক অধ্যায়।

বাংলার মানুষ অন্ধ নয়। তারা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, উন্নয়নের নিজস্ব কোনও মডেল না থাকায় অন্যের কৃতিত্ব চুরি করা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রটানোই এখন শাসকদলের একমাত্র হাতিয়ার। তবে ইতিহাস সাক্ষী, মিথ্যে কথা বলে সাময়িক হাততালি কুড়ানো যায় ঠিকই, কিন্তু সত্যিকে ধামাচাপা দেওয়া যায় না। শুধু প্রকল্পে স্টিকার সাঁটা নয়, রাজনৈতিক স্বার্থে এমন জঘন্য মিথ্যাচারের জবাব বাংলার মানুষ ঠিক সময়েই দিয়ে দেবে।

শক্তি হারাবে নিম্নচাপ

প্রতিবেদন: ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও নিম্নচাপের প্রভাবে দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে থাকবে শহর জুড়ে। সঙ্গে রয়েছে বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অনুভূত হবে গুমোট গরম। যদিও দক্ষিণের জেলায় মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হয়ে খানিকটা শক্তি হারাবে। কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর দিনাজপুরেও। মঙ্গলবারের পর থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে। মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী চারদিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

20 July, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২০ জুলাই ২০২৬
সোমবার

শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার পথে সাত মাইলের কাছে সেনাবাহিনীর গাড়ির সঙ্গে অপর একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে চরম পরিণতি ঘটল এক তিন বছরের শিশুর। এই ঘটনায় শিশু সহ ১০ জন আহত হন

লরি উল্টে মৃত ১

■ জলপাইগুড়ির জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা। উত্তরপ্রদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ আম নিয়ে লরিটি অসমের দিকে যাচ্ছিল। শনিবার ভোররাতে যখন এলাকা বৃষ্টিতে ভিজছিল, ঠিক সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, লরিটি উল্টে যাওয়ার সময় স্টিয়ারিংয়ের চাপে চালক আটকা পড়ে যান। ফলে লরির ভেতরেই দমবন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত চালকের নাম মহম্মদ আসিফ, তাঁর বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত খালাসিকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

কিশোরীর দেহ উদ্ধার

■ টানা দু'দিনের উৎকণ্ঠার পর অবশেষে ইটাহারের দুর্গাপুর রাহোই গ্রামে বীণা নদী থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ কিশোরী জাহানারা খাতুনের নিথর দেহ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মানসিক ভারসাম্যহীন ওই কিশোরী গত শুক্রবার বিকেলে বাড়ির পেছনে বীণা নদীতে আচমকা তলিয়ে যায়। এরপর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা টানা দু'দিন নদীতে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও হদিশ পাননি। রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নদীর কিনারায় তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা।

হাতির হানায় মৃত্যু

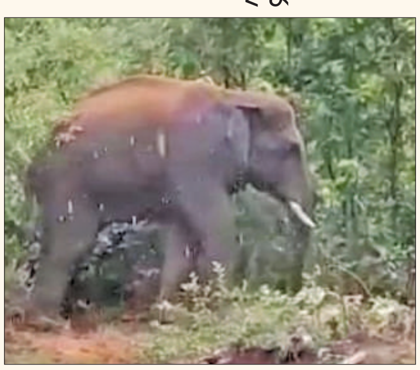

■ জঙ্গলের পথে ফের হাতির সামনে পড়ে, হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধর। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ভুটান সীমান্ত লাগোয়া সংকোশ বিটের জঙ্গলে। বন দফতরের নিষেধাজ্ঞা না মেনে এদিন জঙ্গল পথ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ বনবস্তির বাসিন্দা ফুলবাহাদুর সুব্বা। সেসময় সংকোশ বিটের জঙ্গলের ৩ নম্বর কম্পার্টমেন্টের বনপথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক দাঁতাল হাতি। গাছের ডাল ভেঙে লতাপাতা খাচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু ফুলবাহাদুর সুব্বা কানে ভাল করে শোনেন না, তাই হাতির উপস্থিতি টের পাননি। আচমকা হাতিটি তাঁর সামনে চলে আসে এবং আক্রমণ করে বসে তাঁকে। দাঁতালের আক্রমণে গুরুতর জখম হন তিনি।

২১-এর শহিদ স্মরণে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন কোচবিহারের কর্মীরা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার দিন। ভোট লুট করে রাজ্যে এখন বিজেপির সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসকে এই কর্মসূচি পালনে তারা নানাভাবে আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা ্াসছেন কলতাকাতা। সমাবেশেএ যোগ দিতে, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দিতে। তৃণমূল কংগ্রেস আদালতের নির্দেশের কথা মাথায় রেখে সংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করবে। কোচবিহার থেকে ইতিমধ্যেই কর্মী-সমর্থকরা রওনা দিয়েছেন। রবিবার তাঁরা কোচবিহার স্টেশন থেকে রওনা দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ জয়ধ্বননি দিয়ে ট্রেনে ওঠেন তাঁরা। যাত্রার আগে তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন যে, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মঞ্চ এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার উন্নয়নের অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করার দিন। তাঁর বক্তব্যে দলীয় ঐক্য ও সংগঠনের প্রতি আস্থার কথাই উঠে আসে। এদিকে, কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বও নিজেদের মতো করে কর্মসূচির প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশে বিভিন্ন নেতাকে ঘিরে নানা আলোচনা চললেও দলীয় স্তরে প্রকাশ্যে কোনও বিভাজনের কথা স্বীকার করা হয়নি। বরং তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, দল এক ও অভিন্ন, এবং সমস্ত কর্মী-সমর্থকের লক্ষ্য একটাই—২১ জুলাইয়ের সমাবেশকে সফল করা।

■ নেত্রীর পাশে থাকার বার্তা দিয়ে রওনা কোচবিহারের কর্মীদের।

থেকেও বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা ধাপে ধাপে কলকাতায় পৌঁছচ্ছেন। ফলে সব জল্পনার মধ্যেও দলীয় নেতৃত্বের দাবি, শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেই আবারও ঐক্য, সংগ্রাম এবং বাংলার উন্নয়নের বার্তাই সামনে আসবে।

বাইক নিয়ে তাড়া করে ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা, রায়গঞ্জে গ্রেফতার ২ যুবক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : তলানিতে নারী নিরাপত্তা। বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো বিজেপি ভোট লুট করে সরকার গঠনের পর থেকেই নারীদের হেনস্থার খবর আসছে। এবার ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের রাজগঞ্জ। বাইক নিয়ে তাড়া করে পথচলতি কলেজ ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পরই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বাসিন্দারা নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ শুরু করেন। চাপে পড়ে শনিবার রাতে দোষীদের তল্লাশি শুরু করে। দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার তাদের আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের নাম বাচ্চু বসাক (২৫) এবং মানিক বসাক (৩৩)। তারা দুজনেই হেমতাবাদ ব্লকের সমসপুরের তাঁতিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে অপরাধে ব্যবহৃত বাইকটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত তরুণী এক কলেজ ছাত্রী। অভিযোগ, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ওই দুই যুবক বাইক নিয়ে তাঁর পিছু নেয় এবং তাঁকে উত্ত্যক্ত ও যৌন হেনস্থা করতে শুরু করে। ছাত্রীটি পালানোর চেষ্টা করলে দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে তাঁকে তাড়া করে এবং একপর্যায়ে সজোরে বাইক দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন ওই কলেজ ছাত্রী। ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজে বাইক আরোহী ওই দুই যুবকের গতিবিধি স্পষ্ট হতেই তাদের চিহ্নিত করে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ধৃতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঠিক সময়ে পৌঁছল না দমকল পুড়ে ছাই একাধিক দোকান

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তুফানগঞ্জ শহরের ব্যস্ততম ইলেকট্রিক অফিস মোড় এলাকায় রবিবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পুড়ে যায় একাধিক দোকান। ব্যবসায়ীদের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইলেকট্রিক অফিস রোড শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকা। ওই রাস্তাতেই রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর, বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিস, এইচডিএলআরও অফিস, এন.এন. উচ্চ বিদ্যালয়-সহ একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান—ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকান, সাউন্ড সিস্টেমের শোরুম, মোবাইল ও ইলেকট্রনিক্সের দোকান, খাবারের দোকান-সহ নানা ব্যবসা। রবিবার ভোরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন, একাধিক দোকান দাউদাউ করে জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে তুফানগঞ্জ দমকল কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলকর্মীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ সময়মত দমকল এলে এত ক্ষতি এড়ানো যেত।

■ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে সামগ্রী।

প্রয়াত স্ত্রীর বিমার টাকা আত্মসাৎ, আইনজীবীর অফিসে ধরনা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পথ দুর্ঘটনায় স্ত্রী হারানোর পর, এবার বিচার পেতে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন এক শোকার্ত স্বামী। অভিযোগ, মৃত স্ত্রীর বিমার টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন এক আইনজীবী। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে আজ নিজের কিশোরী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আইনজীবী অফিসের সামনেই আমরণ অনশনে বসলেন এক অসহায় ব্যক্তি। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে ধূপগুড়ি এলাকায়। আইনজীবীর কাছে মানুষ যান সুবিচারের আশায়। কিন্তু সেই আইনজীবীই যদি হন প্রতারণার কারিগর? এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। রবিবার ধূপগুড়ি শহরের ক্ষুদিরাম পল্লী এলাকায় আইনজীবী কল্পনা রায়ের কার্যালয়ের সামনে ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড হাতে আমরণ অনশনে বসলেন তাপস রায় নামে এক ব্যক্তি। সঙ্গে ছিল তাঁর কিশোরী কন্যা। জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ধূপগুড়ির ঝাড় আলতা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাড়খুটা এলাকার বাসিন্দা তাপস রায়ের স্ত্রী। পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আইনজীবী কল্পনা রায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই সময় ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ওই আইনজীবী পরিবারের কাছ থেকে একাধিক নথিপত্রে সই করিয়ে নেন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, তাপস রায় ও তাঁর মেয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ১৪ লক্ষ টাকা (প্রতি অ্যাকাউন্টে ৭ লক্ষ করে) জমা পড়েছে। অথচ, পরিবারকে সেকথা জানানোই হয়নি। অভিযোগ, গত বছরের ২০ আগস্ট ওই আইনজীবী বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের নথি ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে ৭ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে তাপস রায়ের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ওই আইনজীবীর কাছে তিনি পাবেন।

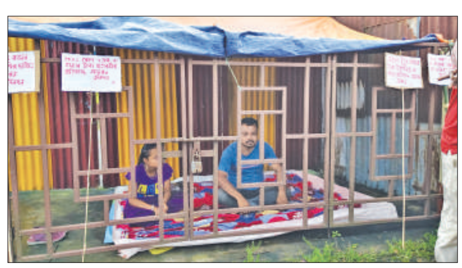

■ অভিযুক্ত আইনজীবীর অফিসের সামনে ধরনায় বাবা ও মেয়ে।

তাপস রায় জানিয়েছেন, টাকা আত্মসাতের বিষয়টি বুঝতে পেরে আমরা জলপাইগুড়িতে বৈঠকে বসেছিলাম। টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় পার হয়ে গেলেও আইনজীবী টাকা ফেরত দেননি। বাধ্য হয়ে আজ আমরা পথে নেমেছি।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 July, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

আজও খুদে পড়ুয়াদের পাঠদানে সক্রিয় দৃষ্টিহীন অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পৃথিবীটা তাঁর কাছে অনেকদিন ধরেই অন্ধকার। স্কুলের মাঠ, ব্ল্যাকবোর্ড, ছাত্রছাত্রীদের হাসিমুখ কিছুই আর চোখে ধরা পড়ে না। তবু প্রতিদিন ছুটে যান একটাই ঠিকানায়। বিষ্ণুপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছোট ছোট পড়ুয়াদের কাঁধে হাত রেখে তিনি হাঁটতে শুরু করেন চেনা পথে। কারণ, তাঁর কাছে চোখের আলো হারানোর চেয়েও বড় যন্ত্রণা হল স্কুল থেকে দূরে থাকা। বয়স ৮০। দুই চোখের দৃষ্টি হারালেও অন্ধকার গ্রাস করতে পারেনি তাঁর ভেতরের আলোকে। কাঁকসার জঙ্গলমহলের ছোট্ট গ্রামের স্কুলটাই দ্বিতীয় বাড়ি রবিলাল গরাইয়ের কাছে। বলা যায় বাড়ির চেয়েও বেশি আপন। ২০০৬ সালে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কে অবসর ঘটেনি কোনওদিন। গত কুড়ি বছর ধরে একদিনের জন্যও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেননি রবিবাবু। স্কুলে ঢুকলেই যেন বদলে যায় তাঁর পৃথিবী। যে মানুষটি নিজের চোখে আর কোনও মুখ দেখতে পান না, সেই মানুষটির কণ্ঠস্বর শুনেই ছুটে আসে পড়ুয়ারা। কেউ হাত ধরে ক্লাসে নিয়ে যায়, কেউ বই খুলে পড়ে শোনায়। তারপর শুরু হয় পাঠদান। বইয়ের অক্ষর তিনি দেখতে পান না, কিন্তু প্রতিটি পাঠ, প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি অঙ্ক আজও তাঁর মনে অমলিন। স্কুলে শিক্ষক আছেন পাঁচজন। কিন্তু গ্রামের মানুষ জানেন, রবিলাল গরাইকে বাদ দিলে এই বিদ্যালয়ের প্রাণটাই হারিয়ে যাবে। সরকারি তালিকায় তিনি অবসরপ্রাপ্ত। অথচ বাস্তবে আজও তিনি একজন সক্রিয় শিক্ষক। যাঁদের একদিন হাত ধরে অ, আ, ক, খ শিখিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। কেউ শিক্ষক, কেউ রাজ্য পুলিশের কর্মী, কেউ সরকারি চাকরিতে বহাল। তাঁদের সাফল্যই রবিলালবাবুর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। দৃষ্টিশক্তি হারানোর কষ্ট তাঁকে থামাতে পারেনি। নাতিনাতনিদের হাত ধরে রওনা দেন স্কুলে। বিকেলে বাড়ি ফেরা, সন্ধ্যায় ছেলের সঙ্গে নিয়মিত হাঁটা, এই নিয়মের মধ্যেই কাটে তাঁর জীবন। কিন্তু দিনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়টা কাটে সেই স্কুলেই, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। খুদে পড়ুয়া অঙ্কুশ খয়রা বলে, দাদু আমাদের খুব ভালবাসেন। গল্প বলেন, লজেন্স দেন। দাদুকে ছাড়া স্কুলটা একদম ভাল লাগে না। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাপি হাজরার কথায়, উনি আমাদের কাছে শুধু প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নন, উনি এই স্কুলের আত্মা। উনি থাকলে আমাদেরও ভরসা হয়।

ফরাক্কা ব্যারেজের কচুরিপানার জটে খেয়া পারাপারে বাড়ছে ঝুঁকি ও আতঙ্ক

উদাসীন সরকার থেকে জেলা প্রশাসন

প্রতিবেদন : ফরাক্কা ব্যারেজের আপ স্ট্রিমে জমে থাকা কচুরিপানার জঙ্গল কোনও একটা নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ডাউন স্ট্রিমে এসে পড়ছে। তারপর সেগুলো ভাসতে ভাসতে সাগরের মোহনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে যাওয়ার পথে কার্যত খেয়া পারাপারে প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করছে। ফলে মাঝিদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। বহরমপুরের খেয়া ঘাটগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে আসা কচুরিপানা নৌকার ফ্যানে জড়িয়ে পড়ছে বলে ইজারাদাররাও উদ্বেগে আছেন। তঁদের কথায়, যথেষ্ট সতর্ক থেকেও কচুরিপানার জঙ্গল এড়ানো যাচ্ছে না। মাঝিদের দাবি, নদীতে পারাপারের ক্ষেত্রে প্রতি টিপে দুই থেকে তিনবার গঙ্গায় আটকে যাচ্ছে নৌকা। ফলে যাত্রীরাও আতঙ্কিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে নেমে ডুবসাঁতার দিয়ে নৌকার পাখায় জড়িয়ে যাওয়া কচুরিপানা ছাড়াতে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু এই নিয়ে কোনও হেলদোল নেই ডবল ইঞ্জিন সরকার বা জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের। এই সমস্যা কতদিন চলবে কেউ জানেন না। অধিকাংশ কচুরিপানার আয়তন প্রায় ৩০-৪০ বর্গ ফুটের কাছাকাছি। খেয়া পারাপারের সময় এই কচুরিপানা রোটার ফ্যানে আটকে নৌকার গতি থমকে দিচ্ছে। বহরমপুর কলেজঘাটের মাঝি মঙ্গল চৌধুরির কথায়, প্রতিবার পারাপারে অন্তত তিনবার গঙ্গায় নেমে বহু কষ্টে কচুরিপানার ঝাড় ছাড়াতে হচ্ছে। দমবন্ধ হওয়া আতঙ্ক নিয়ে আসাযাওয়া করতে হচ্ছে বলে যাত্রীদের বক্তব্য। তাঁদের দাবি, যে গেটগুলি দিয়ে কচুরিপানা ডাউন স্ট্রিমে ঢুকছে সেগুলি বন্ধ করে অন্য গেট খুলে দিন ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। সরকারের প্রতিও তাঁদের দাবি, এই সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হোক জেলা প্রশাসন।

কচুরিপানার জট কাটিয়ে চলছে নদী পারাপারের নৌকা।

বড়জোড়ায় ফের হাতির হানায় মৃত্যু রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : শনিবার রাতে বাঁকুড়ার বড়জোড়া রেঞ্জের দেওচা এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হয় স্থানীয় স্বপন পণ্ডিতের।

সূত্রের খবর, রাতে তিনি কাজ সেরে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। তার পর থেকে খোঁজ পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালে দেওচা এলাকা থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। দেহের পাশেই পড়ে ছিল বাইকটি। পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়দের অনুমান, এলাকায় ঘোরাফেরা করা বুনো হাতির আক্রমণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর প্রতিবাদে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেওচা সংলগ্ন এলাকায় কয়েকদিন ধরেই একাধিক বুনো হাতি ঘোরাফেরা করছে। স্থানীয়রা হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচার দাবি জানান বন দফতর ও প্রশাসনের কাছে।

মৃত স্বপন পণ্ডিতের শোকাহত পরিবার।

বন্ধ রাস্তা খোলার দাবিতে বিক্ষোভ, ইটবৃষ্টি জখম পুলিশকর্মী, ধৃত ৩ মহিলা-সহ ১৯

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : আরজিকর কাণ্ডের পর বাঁকুড়া হাসপাতালের সুরক্ষায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে বাউন্ডারি দেওয়া হয়। ফলে যাতায়াতের একটি রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ে। সেই রাস্তা খোলার দাবিতে সরব হন হাসপাতাল লাগোয়া কয়েকটি এলাকার মানুষজন। তাঁদের অভিযোগ, এলাকার কেউ অসুস্থ হলে তাঁদের হাসপাতালে অনেকটা ঘুরপথে যেতে হয়। তাই স্থানীয় একটি রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত। পুলিশ জোর করে অবরোধ তুলতে গেলে তাদের দিকে ইট ছোড়া হয়। ভেঙে ফেলা হয় পুলিশের ব্যারিকেড। ঘটনার জেরে বেশ কজন পুলিশকর্মী আহত হন। গ্রেফতার করা হয় তিন মহিলা-সহ মোট ১৯ জনকে।

পেট্রোলে ভেজাল মেশানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ এগরায়

সংবাদদাতা, এগরা : পেট্রোলে ভেজাল মেশানোর অভিযোগে গ্রাহকদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায় এগরা থানার কৌড়দা এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পে। শনিবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পেট্রোল পাম্পটিকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। জানা যায়, ওই পেট্রোল পাম্প থেকে গ্রাহকরা পেট্রোল নেওয়ার পরেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিন। মাঝপথেই আটকে যাচ্ছে গাড়ি। এমন পরিস্থিতিতে পেট্রলের গুণগত মানে কারচুপির অভিযোগ তুলে শনিবার রাতে পাম্পে চড়াও হন গ্রাহকরা। কর্মীদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

রোজই জগন্নাথের ভোগে পিঠে, দিঘায় উৎসবের আমেজ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

জগন্নাথের আগমনে দিঘার মাসির বাড়িতে যেন উৎসবের আমেজ। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন এবং মন্দিরের কাঁসরঘন্টা এখন মিলেমিশে একাকার। মনোরম পরিবেশে সমুদ্রপাড়ে মাসির বাড়ির দৃশ্যপট উপভোগ করতে কাতারে কাতারে ভক্ত ভিড় জমাচ্ছেন দিঘায়। জগন্নাথের সেবায় এলাহী আয়োজন করেছেন মাসির বাড়ি কর্তৃপক্ষ। রোজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাঁচবার ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে প্রভু জগন্নাথকে। সমুদ্রপাড়ে সারে সারে রাখা হয়েছে জগন্নাথের রথ নন্দী ঘোষ, বলরামের তালধ্বজ এবং সুভদ্রার দর্পদলন। তিনটি রথের ধ্বজা এবং মন্দিরের সুগন্ধি যেন তৈরি করেছে এক অপরূপ আধ্যাত্মিক পরিবেশ। প্রভু জগন্নাথ মিষ্টি খেতে ভালবাসেন। ক্ষুদের পিঠে তাঁর অন্যতম পছন্দের। তাই রোজ মেনুতে থাকছে এই পিঠে। মন্দিরের সেবায়েতরা জগন্নাথের জন্য তৈরি করছেন এই বিশেষ পিঠে। সাত থেকে আটজন সেবায়েত রোজ বিকেলের মধ্যেই পিঠে তৈরি করে সন্ধ্যায় ভোগে লুচি, পরোটার সঙ্গে জগন্নাথ দেবকে দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদের পিঠে। রবিবার তৃতীয় দিন সকাল থেকেই চলে পুজোপাঠ। ছুটির দিনে দেবদর্শনে ভক্তদের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে রাস্তার মাঝে রাখা হয়েছে বিশেষ গার্ডরেল। সেখানেই লাইন দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার দর্শন করছেন ভক্তরা। প্রথম বছর ভক্তদের জন্য মাসির বাড়ি কমিটির তরফ থেকে রোজ ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা হলেও এ বছর বন্ধ আছে সেই পরিষেবা। প্রতিদিন নতুন নতুন সাজে সাজানো হচ্ছে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে। দুপুর ১২টায় দেওয়া হচ্ছে বিশেষ রাজভোগ। সেই ভোগে থাকছে পাঁচ রকমের ভাজা, শুক্তো, ডাল ও পটলের তরকারি। দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত বন্ধ থাকছে মাসির বাড়ির দরজা। তখন বিশ্রাম নেন তিন ভাইবোন। তিনটেয় ফের খুলে যাচ্ছে মাসির বাড়ির দরজা। সন্ধ্যায় অর্পণ করা হয় জগন্নাথের অন্যতম প্রিয় ক্ষুদের পিঠে। মূলত এটি চাল, দুধ, চিনি, মৌরি ও এলাচ ব্যবহার করে তৈরি হয়। কখনও ময়দা, অন্যান্য উপকরণও যোগ হয়। এই পিঠে তেলে ভেজে বা সেঁকে তৈরি হয়। এছাড়াও শয়নে যাওয়ার আগে দেওয়া হয় দুধ এবং ড্রাই ফ্রুট। সন্ধ্যায় বর্ণিল আলোর সাজে সেজে ওঠা সৈকত চত্বর উপভোগ করেন পর্যটকরা। তার সঙ্গে মাসির বাড়ির পূজার্চনা উপরি পাওনা। এদিকে জগন্নাথ মন্দিরেও রোজ পাথরের মূর্তিতে চলছে পুজোপাঠ। সেখানেও জগন্নাথের রাজভোগে থাকছে একই মেনু। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধারমণ দাস বলেন, জগন্নাথের অন্যতম প্রিয় খাবার ক্ষুদের পিঠে। তাই বছরে একবার যেহেতু জগন্নাথ মাসির বাড়ি আসেন তাই আমরা রোজ তিন ভাইবোনের আপ্যায়নে ক্ষুদের পিঠে রাখছি। এছাড়াও সমস্ত আচার ও নিয়ম মেনে মাসির বাড়িতে পুজোপাঠ চলছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

20 July 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

অবাক কাণ্ড! গভীররাতে হায়দরাবাদে বিবস্ত্র হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন এক তরুণী ইঞ্জিনিয়ার। তারপরে বিগ্রহ তুলে নিয়ে গিয়ে নিমেষের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন পাশের পুকুরে। তরুণীর দেহ উদ্ধার হলেও পাওয়া যায়নি বিগ্রহ

রামমন্দিরে তছরুপ

স্বাধীন তদন্তের দাবিতে মোদিকে চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি : রামমন্দির ট্রাস্টের সমস্ত অনুদান সংক্রান্ত লেনদেনের স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। তদন্ত রিপোর্ট এবং নগদ, সোনা ও রুপোর হিসেব প্রকাশ করা হোক জনসমক্ষে। রবিবার এই দাবি তুললেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে। চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

অযোধ্যার রামমন্দিরের আর্থিক অনুদানের অভিযোগে উত্তাল দেশ। কংগ্রেসের তরফে বারবার চুরির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। মামলার জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। এবার সেই মামলায় ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেন সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে। কংগ্রেস শিবির চিঠিতে লিখেছেন, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টে হাজার হাজার কোটি টাকার অনুদান তছরুপের অভিযোগ সামনে এসেছে। তাঁদের দাবি, ভক্তরা তাঁদের বহু কষ্টে আয় করা টাকা ভগবানের মন্দিরের উদ্দেশ্যে দান করেছিল। সেই টাকা চুরির করা মানে ভক্তদের বিশ্বাস, ভক্তি ও আস্থাকে ঠকানো। তাঁদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীই সংসদে দাঁড়িয়ে ট্রাস্ট তৈরির ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তার সদস্যদের নিয়োগ করা থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সবই আছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়, ট্রাস্টের সদস্যদের অনেকের সঙ্গে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া ওই চিঠিতে ট্রাস্টের সমস্ত নগদ অর্থ, সোনা ও রুপোর অনুদান সংক্রান্ত লেনদেনের একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে বিরোধী শিবির। পাশাপাশি, তদন্তের রিপোর্ট এবং ট্রাস্টের আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি তুলেছেন তাঁরা, যাতে সাধারণ মানুষ প্রকৃত সত্য জানতে পারেন। পদ বা প্রভাব বিবেচনা না করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে।

সংসদে মোদি সরকারের অভিসন্ধি নিয়ে সংশয়

সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিল তৃণমূল

নয়াদিল্লি: সংসদের বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারের আসল অভিসন্ধি নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করল তৃণমূল। প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিল এবং ফরেন কন্ট্রিবিউশন(রেগুলেশন) সংশোধনী বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রবিবার চিঠি দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

চিঠিতে মোদি সরকারের অতীতের সন্দেহজনক ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ডেরেক। তিনি বলেছেন, যদিও আসন্ন বাদল অধিবেশনে সংসদের বুলেটিনে ডিমিলিটেশন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ের উল্লেখ নেই, তবুও সংসদের রীতি,আইন এবং পদ্ধতিকে প্রহসনে পরিণত করার যে রেকর্ড আপনাদের রয়েছে, তাতে সত্যিই আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা রীতিমতো সন্দিহান। এ-ব্যাপারে অতীতের একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন ডেরেক। জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯- যার মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের স্বীকৃতি, সেটি ছিল সংসদের কার্যসূচির অতিরিক্ত তালিকায়। সেই তালিকা সাংসদদের কাছে পৌঁছেছিল সকাল ১১টা ১৮ মিনিটে। অথচ সেটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছিল সকাল ১১টা ৭ মিনিটে। মানে, অতিরিক্ত কার্যসূচির তালিকা সাংসদদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার ১১ মিনিট আগেই সেটি পেশ করা হয়েছিল সাংসদে।

প্রধানমন্ত্রীকে ডেরেকের সতর্কবার্তা, কৃষিবিলের মতো বিতর্কিত আইনের ক্ষেত্রে যেভাবে পরে পিছু হটতে হয়েছিল সরকারকে সেই একই ধরনের কাউবয় বা একতরফা আইন প্রণয়নের আগে সরকারের উচিত সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা। মতবিনিময় করা। ডেরেক মনে করিয়ে দিয়েছেন, সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের উচিত কোনওভাবেই ছায়াযুদ্ধের কৌশল না নেওয়া। লক্ষণীয়, গত ১৬ এপ্রিল লোকসভায় সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী বিল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশিন বিল আনা হলেও, ১৭ এপ্রিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তা খারিজ হয়ে যায়।

বৈদেশিক অনুদান সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংশোধনীরও তীব্র বিরোধিতা করেছেন রাজ্যসভার তৃণমূল দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, খ্রিস্টান সম্প্রদায় পরিচালিত প্রায় ৫৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রায় ৬কোটি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এই বিলের মধ্যে দিয়ে সরকারের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চলছে। যা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

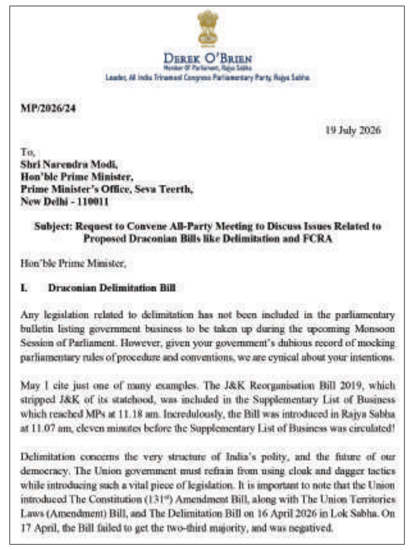

DEREK O'BRIEN
Member Of Parliament, Rajya Sabha
Leader, All India Trinamool Congress Parliamentary Party, Rajya Sabha

MP/2026/24

19 July 2026

To,
Shri Narendra Modi,
Hon'ble Prime Minister,
Prime Minister's Office, Seva Teerth,
New Delhi - 110011

Subject: Request to Convene All-Party Meeting to Discuss Issues Related to Proposed Draconian Bills like Delimitation and FCRA

Hon'ble Prime Minister,

I. Draconian Delimitation Bill

Any legislation related to delimitation has not been included in the parliamentary bulletin listing government business to be taken up during the upcoming Monsoon Session of Parliament. However, given your government's dubious record of mocking parliamentary rules of procedure and conventions, we are cynical about your intentions.

May I cite just one of many examples. The J&K Reorganisation Bill 2019, which stripped J&K of its statehood, was included in the Supplementary List of Business which reached MPs at 11.18 am. Incredulously, the Bill was introduced in Rajya Sabha at 11.07 am, eleven minutes before the Supplementary List of Business was circulated!

Delimitation concerns the very structure of India's polity, and the future of our democracy. The Union government must refrain from using cloak and dagger tactics while introducing such a vital piece of legislation. It is important to note that the Union introduced The Constitution (131st) Amendment Bill, along with The Union Territories Laws (Amendment) Bill, and The Delimitation Bill on 16 April 2026 in Lok Sabha. On 17 April, the Bill failed to get the two-third majority, and was negatived.

নদীতে নেমে অনশনকারীদের জোর করে আটক করল পুলিশ

নয়াদিল্লি: দিল্লির যন্তর মন্তরের মতোই মধ্যপ্রদেশে অনশনকারীদের নেতা অমিত ভটনগরকে রবিবার সকালে রীতিমতো বলপ্রয়োগ করে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। আটক করল আরও ১৫০ জনকে। আন্দোলনকারীরা পুলিশ দেখে নদীতে নেমে পড়লে, সেখানে নেমেই তাঁদের আটক করে পুলিশ। কেন-বেতোয়া আন্দোলনের মুখ এই অমিত ভাটনগর। ছতরপুর জেলার কুপি গ্রামে দীর্ঘ ১৪ দিন ধরে অনশন চালাচ্ছিলেন অমিতরা। মধ্যপ্রদেশের কেন নদীর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বেতোয়া নদীকে জুড়ে সেচ-পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ভারতের প্রথম আন্তঃনদী প্রকল্প। জমি অধিগ্রহণে অনিয়মের প্রতিবাদে এবং পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন গ্রামের মানুষরা। শুরু করেন অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচি। সেই আন্দোলন ভেস্তে দিতেই এদিন হাজির হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। আন্দোলকারীদের বাসে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পান্না জেলায়।

হড়পা বানে বিধ্বস্ত ভূস্বর্গ, মৃত্যু অন্তত ১১, বাতিল অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর: শনিবার থেকে অবিরাম বৃষ্টির দাপটে বিধ্বস্ত জম্মু-কাশ্মীর। পুঞ্চ, রাজৌরিসহ একাধিক জেলায় হড়পা বানে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। নদীর জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে জনবসতিতে ঢুকে পড়ায় বহু বাড়িঘর ও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার থেকে সাময়িকভাবে অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে প্রশাসন। আবহাওয়া দফতরের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

রাজৌরিতেই এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে অল্প সময়ের মধ্যেই নদীগুলির জল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। নদীর জল উপচে আশপাশের বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ায় বহু বাড়ি ও গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দ্রুত জল বাড়তে থাকায় বাসিন্দাদের একাংশ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বাধ্য হন। এই দুর্যোগের মধ্যেই জলের স্রোতে

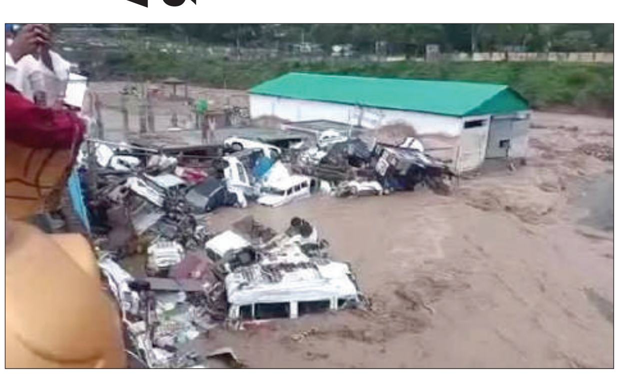

এক মহিলা তলিয়ে যান। পরে উদ্ধারকারী দল তাঁর দেহ উদ্ধার করে। বন্যা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে কারণ জেলার একাধিক নদীতে জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। দারহালি, খান্ডলি, সুখতো ও জমোলা এলাকার নদীগুলির জলস্তর লাগাতার বাড়ছে। দারহালি নদীর জল ইতিমধ্যেই আশপাশের আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ায় বহু পরিবার চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। অন্যদিকে, পুঞ্চেও হড়পা বানের ধাক্কায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। সেখানেই ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজদের উদ্ধারে প্রশাসনের পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩ জুলাই পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলতে পারে। সেই সতর্কবার্তার পর সব জেলা প্রশাসনকে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণ ব্যবস্থা জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইরকম বৃষ্টি চলতে থাকলে নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নাগাল্যান্ডে হড়পা বান ও ধসে প্রাণ হারালেন অন্তত ৪ জন। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, উদ্ধারে নামল সেনাবাহিনী।

দেশ বিদেশ

20 July, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড জুন মাসে ভেঙে গেছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে। স্বাভাবিকভাবেই দাপট বেড়েছে তাপপ্রবাহের। জুনে ইউরোপে শুধু তাপপ্রবাহেই অতিরিক্ত অন্তত ১২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্যের দাবি

জর্ডনে ক্ষেপণাস্ত্রে নিহত ২ মার্কিন সেনা, নিখোঁজ ১

হরমুজে ইরানকে রুখতে আবার বদলার হামলা আমেরিকার

তেহরান : শনিবারের হামলার বদলা নিতে মরিয়া আমেরিকা। রবিবার ভোর সাড়ে ৩টে থেকেই ইরানের উপরে আবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা। শনিবার জর্ডনে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় প্রাণ হারান দুই মার্কিন সেনা। আরও একজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না এখনও। বদলা নিতে তেহরানে গোলাবর্ষণ শুরু আমেরিকার। হরমুজ প্রণালীতে ইরানি আগ্রাসন আটকাতে এই পদক্ষেপ জরুরি বলেই দাবি মার্কিন প্রশাসনের। পশ্চিম এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশেই ইরানে এই হামলা এবং ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ। লক্ষণীয়, শুধু জর্ডন

নয়, বাহরিন, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং সৌদি আরবেও হামলা চালিয়েছে ইরান।

সেন্টকম বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডের হামলায় আমেরিকার সেনার মৃত্যুর বদলা নিতেই তেহরানে নতুন করে হামলা করা হয়েছে। হরমুজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এই পদক্ষেপ জরুরি বলেও দাবি করা হয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ জানান, জর্ডনে ইরানি হামলায় দুই মার্কিন সেনার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওয়াশিংটনের হামলায় ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী সিরিকের নিকটবর্তী, হাজিয়াবাদ, কেশম দ্বীপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হতাহতের খবর মেলেনি।

আন্তজাতিক সংবাদ সংস্থার তথ্য বলছে, গত ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকা-ইরান সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন মার্কিন সেনা।

কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই ট্রাম্পের স্বাক্ষরের : মোজতবা

তেহরান: অন্তরাল থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া বার্তা দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই। ট্রাম্পের সইকে সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলে মন্তব্য করেছেন মোজতবা। সাফ জানিয়েছেন, গত মাসে দুই দেশের প্রেসিডেন্ট যে সমঝোতায় স্বাক্ষর করেছেন, তাতে ট্রাম্পের সইটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। তার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই। কারণ, ওই সমঝোতার সব শর্তই বারবার লঙ্ঘন করে চলেছে আমেরিকা। শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে এভাবেই কড়া ভাষায় ট্রাম্পকে এক হাত নিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। এর আগেই অবশ্য এক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ইরান জানিয়ে দিয়েছিল, সমঝোতার স্বাক্ষর করা দায়বদ্ধতাগুলো আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। কেন এই কঠোর অবস্থান তাদের, তাও ব্যাখ্যা করেছে ইরান। তাদের তথ্যের দাবি, শুধুমাত্র চলতি মাসেই আমেরিকার হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের অন্তত ৫০ জন নাগরিক। জখমের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৫০০।

মার্কিন বাহিনীর প্রতি ইরান যে রীতিমতো বেপরোয়া, তা বুঝিয়ে দিয়ে মোজতবা হুঁশিয়ারি

দিয়েছেন, আমেরিকান শত্রুরা সংঘর্ষকে আরও তীব্র করে তোলার চেষ্টা করছে। এর জন্য আরও কঠিন মূল্য দিতে হবে ওদের। হতে হবে আরও বেশি অপমানিত। ইরানের বাহিনী ওদের এমন শিক্ষা দেবে, যা কোনওদিনই ভুলতে পারবে না ওরা। মোজতবার তীব্র ক্ষোভ, সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন করে আসল রূপ দেখিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। আসলে মার্কিন মতাদর্শের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল জবরদস্তি, সর্বগ্রাসী আগ্রাসন এবং বর্বরতা।

মোদিকে সরানোর দাবি যুবসমাজের

নয়াদিল্লি : যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীরা প্রথমদিকে পদত্যাগ দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের। এবার দেশের যুবসমাজ প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের কথা বলছেন। তাঁর পদত্যাগ দাবি করছেন। এই প্রলয়ের কোনও শেষ নেই। রবিবার সমাজমাধ্যমে এই মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। মাঝরাতে জনসমাগমের ছবিও তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু

(প্রথম পাতার পর)

অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর-মন্তরে অনশন করছেন সোনম। দিল্লি হাইকোর্ট সোনমের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে বলেছিল সরকারকে। উল্টে শনিবার বিক্ষোভস্থলে গিয়ে সোনমকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় পুলিশ। কিন্তু তাঁর অনশন ভাঙানো যায়নি। রবিবার তাঁর অনশনের ২২তম দিন। আর এদিন দিল্লির হাসপাতালে শুয়েও চিঠি লিখে আন্দোলনের বার্তা দিলেন সোনম ওয়াংচুক। নিজের লেখা চিঠিটি স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ২০ জুলাই সিজেপির তরফে সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। আট লাইনের চিঠিতে তিনি লেখেন, এটা ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। পার্লামেন্টে চলুন। এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলুন। সফদরজং হাসপাতালে যেখানে বেআইনি ভাবে আমাকে আটক করে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে গীতাঞ্জলির মাধ্যমে এই চিঠি পাঠালাম। সংসদ অভিযানকে ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আখ্যা দিয়ে ওয়াংচুক লেখেন, ২০ জুলাই, দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। ভয়মুক্ত ভারত, অন্যায়মুক্ত ভারত। সমাজমাধ্যমেও এই চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে।

সিজেপির 'সংসদ চলো' কর্মসূচির আগে সুরক্ষায় মোড়া হচ্ছে এলাকা। সংসদ চত্বর একটি উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকা। তাই জমায়েতকে সংসদের দিকে মিছিল যাতে এগোতে না পারে সে জন্য ব্যূহ রচনা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারিও দিয়েছে প্রশাসন। পুলিশের দাবি, অনশন আন্দোলনও বেআইনিভাবে করা হচ্ছে। আবার 'সংসদ চলো' কর্মসূচির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও লিখিত আবেদন করা হয়নি। ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র বৈষ্ণবী গৌর পুলিশের এই দাবি অস্বীকার করে জানিয়েছেন, সংসদ অভিযানের পরিকল্পনার কথা পুলিশকে আগেই মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল। লিখিত অনুমতি চাইলেও পুলিশ তা দিত না। যন্তর-মন্তরে নিরাপত্তা ব্যাপক হারে বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি দ্রুত পদক্ষেপকারী বিশেষ বাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এখন অনশন শুরু করেছেন সিজেপি প্রধান নিজেও। সোনমকে যন্তর-মন্তরের ধরনামঞ্চ থেকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সরকার কোনও ভুল করেনি বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। এদিকে সোনমকে হাসপাতালে বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে বলে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো। কিন্তু গীতাঞ্জলির এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত।

ওমানে 'বন্দিদশা' কাটাচ্ছেন হায়দরাবাদের তরুণী শবনম

ওমান: মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরির নিশ্চয়তা দিয়ে এক ভারতীয় মহিলাকে কার্যত বন্দি করে রাখা হয়েছে ওমানের একটি বাড়িতে। প্রায় অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে। টানা ৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি। বিনা বেতনেই দিনে অন্তত ১৫ ঘন্টা হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও সামান্য বিশ্রামেরও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে। সেইসঙ্গে চলছে

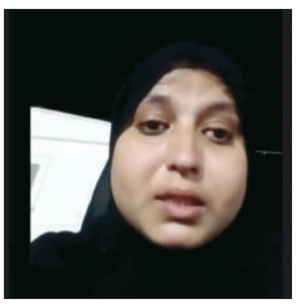

অকথ্য শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। এক ভিডিওবার্তায় তাঁকে উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন ওই মহিলা। সেই ভিডিওতেই তাঁর বন্দিদশার কথা তুলে ধরেছেন শবনম বেগম নামে হায়দারাবাদের ওই মহিলা। ভিডিওবার্তাটি তিনি পাঠিয়েছেন হায়দারাবাদেরই এক রাজনৈতিক নেতাকে। শবনমের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রাজনৈতিক নেতার দাবি, গত ২৬ মার্চ ওমানের মাসকটে পৌঁছেছিলেন তিনি। এক এজেন্ট তাঁকে মাসে ৫০ হাজার টাকা বেতনের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবস্থা করেছিল ওমানে যাওয়ার। কিন্তু সেখানে গিয়ে জুটেছিল একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ। তাঁর পাসপোর্টও হাতিয়ে নিয়েছিল পাসপোর্ট। এরপরেই শুরু হয় বন্দিদশা। বেতন তো দূরের কথা, পেটভরে ঠিক সময়ে খেতেও দেওয়া হত না। সঙ্গে দৈহিক এবং মানসিক অত্যাচার। শবনমকে উদ্ধার করে ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে শবনমের পরিবারের পক্ষ থেকে।

অঙ্গীকার এবং লড়াই

(প্রথম পাতার পর)

রবিবার সন্ধ্যা থেকে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়। তদারকিতে আসেন দোলা সেন, কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ ছাত্র-যুব নেতৃত্ব। এদিনও পুলিশ কিছু বিষয়ে আপত্তি তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু তৃণমূলের যুক্তির জালে তা সবই নস্যাৎ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, ১৯৯৭-তে পেরেছি, ২০২৬ সালেও পারব। নতুন করে পথচলা শুরু হবে। কে এল, কে এল না— তাতে কিছু যায় আসে না। যারা থাকবে তারাই আমাদের স্বর্ণখনি। তাদের নিয়েই পথচলা শুরু করব। এজেন্সি দিয়ে আমাদের থামিয়ে রাখতে পারবে না। মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সমর্থন রয়েছে। আর ব্যাকডোর দিয়ে জিতে আসা বিজেপি সেটা জানে। তাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পুলিশ, বাহিনী দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করতে চাইছে। কিন্তু সন্ত্রাস শেষ কথা বলে না। বলবেন মানুষ। দেখা হবে একুশের মঞ্চে।

বৈঠক বয়কটে ইন্ডিয়া

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এদিন রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাদের আপত্তি হল, সংসদের ওয়েবসাইটে যার নামই নেই, এমন একটি অস্বীকৃত দলকে সর্বদল বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র জানালেন, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা, আম আদমি পার্টি, ন্যাশনাল কনফারেন্স, শিবসেনা(উদ্ধব) এবং বামেরা সহ গোটা বিরোধী জোট সর্বদল বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেছে। মহুয়ার প্রশ্ন, সংসদের টেবিল অফিসের তালিকায় তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা এখনও ২৮। ২০ জনের সাংসদ পদ খারিজের আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। কিন্তু একটি অস্বীকৃত দলে বিশ্বাসঘাতকদের যোগদানের দাবিকে যেখানে আইনি স্বীকৃতিই দেননি স্পিকার, সেখানে কীসের ভিত্তিতে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী তাঁদের এই বৈঠকে ডাকলেন?

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ২০ জন তথাকথিত বিদ্রোহী সাংসদের পার্কিং প্লেস এনসিপিআইকে সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকার প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেছে সব বিরোধী দল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার, নলিনী গুহ সভাঘরে কলকাতার যিশু পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় সদস্য সম্মিলনী অনুষ্ঠান। প্রদান করা হয় সম্মাননা। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান। ছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাতকর্ণী ঘোষ

খোলা হাওয়া

‘কাতুকুতু বুড়ো’র ট্রেলার লঞ্চ

» শনিবার, কলকাতার লেক মল-অট্রিয়ামে ছিল পরিচালক উজান গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘কাতুকুতু বুড়ো’-র গ্র্যান্ড ট্রেলার লঞ্চ। এই ছবি দিয়েই পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন তিনি। এই উপলক্ষে এইদিন এক সঙ্গীতময় সন্ধ্যা উপহার দিল ‘কাতুকুতু বুড়ো’-র টিম। এটা শুধু একটা ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান ছিল না, ছিল সিনেপ্রেমীদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির একটা পর্ব। স্মরণ করা হয় সদ্য প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় মুখোপাধ্যায়কে। এই ছবিতেও রয়েছেন রাহুল। কিছু মুহূর্তের নীরবতা পালন এবং স্মৃতিচারণের পাশাপাশি ইন্টারাকশন সেশন, লাইভ মিউজিকাল শো-কেস এবং সর্বোপরি অফিসিয়াল ট্রেলার লঞ্চ— সব মিলিয়ে জমে গিয়েছিল এইদিনের সন্ধে। অনুষ্ঠানে ছিলেন পরিচালক উজান গঙ্গোপাধ্যায়। এই ছবিতে অন্যতম একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি। এছাড়া ছিলেন অভিনেত্রী রাপুর্ণা ভট্টাচার্য-সহ ছবির মিউজিক টিমের সদস্যরা। আগামী ২৪ জুলাই বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি।

আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ চ্যাম্পিয়নশিপ

» পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মেধাকে প্রাপ্য স্বীকৃতি দেওয়ার স্বপ্ন নিয়েই শিক্ষণী আয়োজন করল আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ চ্যাম্পিয়নশিপ ‘উদ্ভাস–সিজন ১’। কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার ২১টি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে এই আয়োজন হয়ে উঠেছিল জ্ঞান, যুক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সুস্থ প্রতিযোগিতার এক অনন্য উৎসব। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মেধা, দক্ষতা ও সম্ভাবনা কোনও অংশেই কম নয়; প্রয়োজন শুধু এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ, যেখানে তারা নিজেদের সামর্থ্য তুলে ধরতে পারবে এবং প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্জন করবে। সেই বিশ্বাস থেকেই জন্ম ‘উদ্ভাস’-এর। শিক্ষণী শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষায় নয়, শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, যুক্তিবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেও নিরন্তর কাজ করে চলেছে। ‘উদ্ভাস’ সেই দীর্ঘমেয়াদি ভাবনারই বাস্তব প্রতিফলন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, কুইজ উইজার্ড, অ্যাকাডেমিক ইনফ্লুয়েন্সার ও জনপ্রিয় বক্তা প্রফেসর অদ্বিতীয়া দত্ত বণিকের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় প্রতিযোগিতার প্রতিটি ধাপ ছিল রুদ্ধশ্বাস। প্রতিটি রাউন্ডের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে উত্তেজনা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতার তীব্রতা। হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার শেষে চ্যাম্পিয়নের মুকুট ওঠে বাদুড়িয়া এলএমএস হাই স্কুলের মাথায়। দিব্যতনু মণ্ডল ও মহম্মদ হাসিব

মণ্ডলের অনবদ্য পারফরম্যান্সে এই সাফল্য আসে। প্রথম রানার্স-আপ হয় পোলেরহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সৃজন ঘোষ ও ওয়াফিকা সুলতানা) এবং দ্বিতীয় রানার্স-আপের সম্মান অর্জন করে মসলন্দপুর ভূদেব স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় (অনুজা দাস ও স্নিগ্ধা দাস)। সেরা দশে স্থান করে নেয় কমলা গার্লস স্কুল, হাবড়া কামিনী কুমার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ ছাত্রা হাই স্কুল, কল্যাণগড় বিদ্যামন্দির, চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি, বিড়া বল্লভপাড়া শান্তিপিপাসা বল্লভ বালিকা বিদ্যালয় এবং চাঁদপুর হাই স্কুল। এই প্রসঙ্গে শিক্ষণীর প্রতিষ্ঠাতা দীক্ষিতা পারেখ সেঠিয়া বলেন, ‘উদ্ভাস–সিজন ১ শুধুমাত্র একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা নয়; এটা বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন, আত্মবিশ্বাস ও সম্ভাবনাকে নতুন আলোয় তুলে ধরার এক আন্তরিক উদ্যোগ। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের আরও বেশি জেলায় এই উদ্যোগকে পৌঁছে দিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এমন একটি মঞ্চ তৈরি করাই শিক্ষণীর লক্ষ্য।

রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে

» স্কুল-কলেজের পাঠ চুকিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াকে তিন গোল দিয়ে একদল যুবক-যুবতী একসঙ্গে একমত হয়েছেন! কী? না তাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করবেন, বই প্রকাশ করবেন। তাঁদের আবার কেউ থাকেন বগুলায় কেউ-বা মল্লারপুরে। তাঁদের দীপ্ত ঘোষণা— আমরা খুঁজে পেতে লেখক তৈরি করি আর তাঁদের বইও ছাপি। রণজিৎ বালা, রঞ্জিত মণ্ডল, সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, আলপনা মণ্ডল, অমর্ত্য বিশ্বাস, অর্পিতা মিস্ত্রি, রানা দাসেদের উদ্যোগে পথচলা শুরু করল ‘প্লাসেন্টা’। বইপাড়ায় বিদ্যাসাগর টাওয়ারের দ্বিতলে। রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে। কে বলে যুবসমাজ বইবিমুখ!

বন্দে মাতৃকা

» ১৫ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় উত্তরপাড়া গণভবনে থিয়েটার শাইন মঞ্চস্থ করল ‘বন্দে মাতৃকা’। নাটকটি কেবল ‘বন্দেমাতরম’ গানের ইতিহাস বা স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহকে পুনরুজ্জীবিত করেনি; বরং ভারতের প্রথম মহিলা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর জীবন, সংগ্রাম, আদর্শ এবং আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে এক গভীর মানবিক ও দেশাত্মবোধক আখ্যান নির্মাণ করেছে। প্রীতিলতাকে শুধুমাত্র একজন বিপ্লবী হিসেবে নয়, বরং এক স্বপ্নদ্রষ্টা তরুণী হিসেবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা নাটকটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। নাটকের নির্দেশক শুভজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সংযম ও শৈল্পিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অযথা আবেগের বাড়াবাড়ি না করে, দৃশ্য বিন্যাস, আলোক পরিকল্পনা, সঙ্গীত এবং সংলাপের মাধ্যমে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন, যা প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে দর্শকদের নীরবতা প্রমাণ করে যে, মঞ্চ এবং দর্শকাসনের মধ্যে এক গভীর আবেগঘন সংযোগ তৈরি হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কাজে পুরনো প্রতিষ্ঠান

» হুগলির ধনিয়াখালির একটি পুরনো প্রতিষ্ঠান তফসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিরলসভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে আন্তরিক ভাবে সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই সংস্থা বিশেষ ভাবে যে যে কাজগুলো করে, সেগুলো হল মিশ্র কৃষিকাজ, প্রাকৃতিক কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, লাক্ষা চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, গোটারি, পশু প্রতিপালন, মৌমাছি পালন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান ইত্যাদি। আগামী দিনেও আরও অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এই সংস্থা, সম্প্রতি একটি সভায় জানিয়েছেন কর্মীরা।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 July, 2026 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

ছবিতে বিশ্বকাপ

মেজর লিগ ক্রিকেটে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্স। উচ্ছ্বসিত টিম মালিক শাহরুখ খানের অভিনন্দন

ভারত হারলেও লর্ডসে জিতলেন রোহিত

লর্ডসে রবিবার শেষ একদিনের ম্যাচে এই মেজাজেই দেখা গেল রোহিতকে।

ইংল্যান্ড ৩৮৭/৩ (৫০ ওভার)
ভারত ৩৬০/৭ (৫০ ওভার)

লন্ডন, ১৯ জুলাই : কারা যেন বলে দিয়েছিলেন, এটাই তোমার শেষ ম্যাচ। লর্ডসের পর কাল বলে কিছু থাকবে না। ওরা কারা কে জানে। হতে পারে কোচ, নির্বাচক। দেবজিত শইকিয়া বোর্ড সচিব। একহাত নিয়েছিলেন এই অবচীনদের। বাকিটা তিনিই করলেন। রোহিত শর্মা। লর্ডসে প্রথম ভারতীয়ের ওডিআই সেঞ্চুরি। হয়তো বললেন, রোহিত, নাম তো শুনা হি হোগা। চ্যাম্পিয়নদের মুছে ফেলা যায় না। বোঝা গেল। সেঞ্চুরির পর রোহিতকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিরাট। এই খুশিটা ভিতর থেকে। তিনিও এই অধ্যায় পার করেছেন।

ভারত শেষপর্যন্ত হেরে গেল ২৭ রানে। সিরিজও গেল। কিন্তু ম্যাচটা আসলে জিতে গেলেন রোহিত। কাজ কঠিন ছিল। দুরূহও। ইংল্যান্ড ৩৮৮ রানের টার্গেট দিয়েছিল। ভাল শুরু করেছিলেন শুভমন (৭৭)। তাঁকে সামনে দিয়ে রোহিত চলে গিয়েছিলেন পিছনে। কিন্তু অধিনায়ক আউট হতেই স্টিয়ারিং নিজের হাতে। তারপর ৪...৬...৪...। লর্ডসের বক্সে স্ত্রী-কন্যা। ব্যাটটা ওদিকে ধরলেন কয়েকবার। সেঞ্চুরির পর চোখ মুছতে দেখা গেল স্ত্রীকে। ঝড় তিনিও সামলেছেন।

১১০ বলে ১৩৮ রান করে রোহিত যখন ফিরছেন, গোটা লর্ডস উঠে দাঁড়াল। এটাই সেই মুহূর্ত যার জন্য সবাই অপেক্ষা করে। কিন্তু আরেকজনের কথা বলা হল না। বিরাট কোহলি। ৭৪ রানের ইনিংসটা বহুমূল্য হত ভারত জিতলে। তবু রোহিতের সঙ্গে দারুণ মোমেন্টাম তৈরি করে ফেলেছিলেন। দুর্ভাগ্য তিনি পাশে কাউকে পাননি। পেলে ভারত ৩৬০/৭ নয়, আরও কিছুটা যেত।

ইংল্যান্ডকে রানের পাহাড়ে চাপিয়ে দেন ডাকেট আর বেথেল। ৫০ ওভারে ৩৮৭/৩ লর্ডসে সর্বোচ্চ রান। ডাকেট সেঞ্চুরি করেছেন। বেথেল ৯ রানের জন্য পারেননি। কিন্তু সাধারণ বোলিং ও খারাপ ফিল্ডিংয়ের পুরো ফয়দা তুলেছেন। ডাকেট ও বেথেল ফিরে যাওয়ার পর নির্দয় হন জো রুট (৭৪ ব্যাটিং) ও জস বাটলার (৪১ নট আউট)। দুজন শেষ পাঁচ ওভারে ৮২ রান তুলেছেন।

ব্রুকের টসে জিতে ব্যাট করার কারণ ছিল জসপ্রীত বুমরার না খেলা। হাঁটুর চোটে তিনি সরে দাঁড়ান। শিবম দুবেও খেলেননি চোটের জন্য। ফলে কমজোরি বোলিং লাইন আপের সামনে ব্রুক আগে ব্যাট করার ঝুঁকি নিতে পারলেন। অর্শদীপ, প্রিন্স যাদব ও রাহুলকে ফেরত আনা হয়। ইংল্যান্ড নিয়েছিল জস টাঙ্গকে। ১৫ ওভারে ইংল্যান্ড ৯৬/০ করে ফেলার পর বোলিংয়ের মিসিং লিঙ্ক ধরা পড়ে যায়। বুমরার মতো কেউ ছিল না যে বেথেল ও ডাকেটকে ধাক্কা দিতে পারে। প্রসিধ প্রথম স্পেলে ৫ ওভারে ২১ রান দিয়েছেন। বাকিরা মার খেয়েছেন।

ইংল্যান্ড এই ফর্ম্যাটে যা সাফল্য পাচ্ছে তার অনেকটাই দুই ওপেনারের জন্য। ডাকেট ও বেথেল ৩০ ওভারে ১৯২/০ তুলে দেওয়ার পর মনে হচ্ছিল ভারতীয় বোলারদের পিঠ দেওয়ালে। গতিহীন উইকেটে পেস আনার জন্য ছিলেন প্রিন্স। কিন্তু ১৪০ কিমির ওপারে গিয়েছেন হল না। বারবার ইয়র্কার দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুই ওপেনার সেটা বুদ্ধি করে সামলেছেন। শেষমেশ প্রিন্স ১০ ওভারে ৭৯।

অক্ষর ছাড়া স্পিনার ছিল না। শুভমন উইকেটে বুঝতে পারেননি? লর্ডসের উইকেটে পাটা। তবু চার-চারজন সিমারকে খেলানো হল। খেলানো যেত কুলদীপকে। আয়ারল্যান্ড থেকে ক্রিকেট পর্যটকের ভূমিকা শুরু হয়েছে। এই টিম ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে এই সমস্যা। এদের প্ল্যান এ আছে। প্ল্যান বি, সি নেই!

১৯২ রানে ইংল্যান্ড প্রথম উইকেটে হারিয়েছে। বেথেল প্রসিধের বলে গেলেন। ৯৩ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও ২টি ছয়। বেথেল আউট হলেও ডাকেট সেঞ্চুরি করে দলের ইনিংসকে টেনে নিয়ে যান। জো রুট তাঁকে সাহায্য করেছেন। তবে ডাকেট শেষপর্যন্ত ১৪১ রান করে আউট হয়ে যান প্রিন্সের বলে। ১৮টি চার ও ১টি ছক্কা। ঈশান কিশান তাঁর ক্যাচ নিলে ডাকেট এতদূর আসতেন না। ভারতের ফিল্ডিং যথারীতি খারাপ হয়েছে।

শেষদিকে রুটের মতোই বিধ্বংসী ব্যাট করলেন বাটলার। স্রেফ ১৩ বলে ৪১। এর মাঝে ব্রুক ১৪ রানে উইকেট দিয়ে গিয়েছেন প্রসিধকে। কিন্তু এটা ইংল্যান্ডের জন্য কোনও সমস্যা হয়নি। শেষমেশ তাদের জিততেও সমস্যা হল না।

বিশ্বসেরাকে হারিয়ে খেতাব জয় সিন্ধুর

টোকিও, ১৯ জুলাই : অবশেষে ট্রফি খরা কাটালেন পিভি সিন্ধু। প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসাবে জাপান ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাসও গড়লেন। রবিবার ফাইনালে জাপানের আকানে ইয়ামাগুচিকে ২১-১৭, ২১-১৭ সরাসরি গেমে হারিয়ে খেতাব জিতেছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধু। প্রসঙ্গত, গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতেছিলেন ইয়ামাগুচি। ফলে বিশ্বসেরাকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হলেন সিন্ধু। প্রায় দু'বছর পর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জিতলেন ভারতীয় তারকা। শেষবার সিন্ধু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২০২৪ সালে সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট। তার উপরে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে শেষ চার বছরে কোনও ম্যাচ জিততে পারেননি ভারতীয় তারকা।

ফাইনালে অবশ্য শুরু থেকেই জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাপে ফেলে দেন সিন্ধু। প্রথম গেমে একটা সময় ফল ছিল ১১-১১। কিন্তু পরপর কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে সিন্ধু এগিয়ে যান ১৬-১২ পয়েন্টে। এরপর আর ইয়ামাগুচি ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। দ্বিতীয় গেমে আবার ইয়ামাগুচি টানা ছ'পয়েন্ট

জিতে ৮-২ ফলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাল্টা লড়াইয়ে সিন্ধু এগিয়ে যান ১৭-১৫ পয়েন্টে। এরপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনও সুযোগ দেননি তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছেন সিন্ধু। তিনি বলেন, ১৯ মাস পর কোনও ট্রফি জিতলাম। এই অনুভূতি প্রকাশের কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এই জয় আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ফাইনাল খেলা এক বিষয়। আর ট্রফি জেতা সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি।

মহামেডানের লক্ষ্য হ্যাটট্রিক

প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মাঠে নামছে মহামেডান। আইএসএলে মহামেডানের খেলা নিয়ে এখনও নিশ্চয়তা নেই। তার আগে ইনভেস্টরহীন ময়দানের অন্যতম প্রধান কলকাতা লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া। সোমবার মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলের সামনে পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। ইসরাফিল দেওয়ান, মহীতোষ রায়রা ছন্দে রয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধেও ধারাবাহিকতা ধরে রেখে তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া সাদা-কালো ব্রিগেড। মহামেডান কোচ মেহরাজ বলেছেন, খেলোয়াড়রা আত্মবিশ্বাসী। ম্যাচ খেলতে খেলতেই ছেলেরা আরও পরিণত হবে। ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাইছি। প্রথম লক্ষ্য, গ্রুপ পর্বে প্রথম তিনে শেষ করা। এরপর চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের কথা ভাবব। আমরা অত দূর ভাবছি না। এদিকে, সোমবার শহরে চলে আসছেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। কলকাতা লিগে মঙ্গলবার বিএসএস-এর বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

পানোসের সামনে জয়ে ফিরল মোহনবাগান

প্রতিবেদন : খিদিরপুরের সঙ্গে ড্র করার পর নতুন হেড কোচ পানাগিওটিস দিলমপেরিসের সামনে কলকাতা লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল মোহনবাগান। রবিবার ঘরের মাঠে কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের রিজার্ভ দলের কোচ বাস্তব রায় যে দলটা নামান, সেখানে তিন কাঠির নিচে ছিলেন বিশাল কাইথ। রক্ষণে রাহুল ভেকে, দীপেন্দু বিশ্বাস, শুভাশিস বসুরা। মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগে অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ, কিয়ান নাসিরি, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহেল ভাটরা। দ্বিতীয়ার্ধে মনবীর সিংদেরও নামিয়ে দিয়েছিলেন বাস্তব। লক্ষ্য ছিল, ২৫ জুলাই ডুরান্ড কাপের ডার্বির আগে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সবাইকে দেখে নেওয়া।

এত শক্তিশালী দল নিয়েও প্রথম গোলের জন্য মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হল ৭৪ মিনিট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত ১২ মিনিটের ঝড়ে ৩-০ গোলে জয়ে ফিরল মোহনবাগান। দূরপাল্লার শটে দুরন্ত গোল তন্ময় ঘোষের। সবুজ-মেরুন জার্সিতে প্রথম গোল। বাকি দুই গোলদাতা মনবীর সিং ও দীপেন্দু বিশ্বাস। সুহেল এদিনও একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। সাহাল, কিয়ানরাও গোল মিস করেন।

কোচ পানোসকে অভ্যর্থনা। ম্যাচের নায়ক তন্ময়।

রবিবার সকালে শহরে আসার পর বিকেলে ক্লাব মাঠে লিগে দলের খেলা দেখতে যান বাগানের নতুন কোচ। ভিভিআইপি বক্সে বসে গ্রিক কোচ প্রতিটি খেলোয়াড়ের গতিবিধি নোটবুকে তুলে নিলেন। সোমবার ফুটবলারদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন পানোস। নতুন মরশুমের পরিকল্পনা ছকে ফেলতে চান তিনি। শহরে এসে পানোস বলেন, সমর্থকরাই অনুপ্রেরণা। এদিনই সার্বিয়ান উইঙ্গার কাম অ্যাটাকিং মিডিও দেজান দ্রাজিচ ও ভারতীয় ডিফেন্ডার কেরলের অ্যালেক্স সাজির নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।

মাঠে ময়দানে
20 July, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দুরন্ত হ্যাটট্রিক, রোমাঞ্চিত ইংল্যান্ডের বুকায়ো সাকা

আমারই ভুল, বিদায়বেলায় দেশঁ

মায়ামি, ১৯ জুলাই : তাঁর বিদায় ম্যাচ এমন হতে পারে কখনও ভাবেননি। ইংল্যান্ডের কাছে ব্রোঞ্জ ম্যাচে আধ ডজন গোল খাওয়ার পর দিদিয়ের দেশঁ বললেন, ডিসগ্রেসফুল ফার্স্ট হাফ! তিনি এটা বলতেই পারেন। যেহেতু ততক্ষণে ০-৪ দেখাচ্ছিল স্কোরশিট।

এই হারের সঙ্গেই ফরাসি ফুটবলে দেশঁর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় গেল। ফুটবলার হিসাবে প্রথম ইনিংসে যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন, জাতীয় কোচ হিসাবেও কিছু কম যাননি। কিন্তু শেষটা শূন্যতায় ভরা। ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর দেশঁ বলেছেন, প্রথমার্ধে তাঁরা খেলতেই পারেননি। তবে তাঁর ছেলেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। দেশঁর কথায়, এটা হার। আমরা প্রথমার্ধে জঘন্য ফুটবল খেলেছি। তবু সুযোগ পেয়েছিলাম। যা দিয়ে ৪-৪ হতে পারত। প্রথমার্ধে যে আমরা খেলতে পারিনি সেটা আমার দোষ। ০-৪ পিছিয়ে থাকার সময় কোচ হিসাবে দলকে সঠিক দিশা দেখাতে পারিনি। এই হার অবশ্যই আঘাত দিয়েছে। অন্তত তৃতীয় হতে পারতাম আমরা।

দলের সঙ্গে ১৪ বছর কাটানোর অভিজ্ঞতাকে বিদায়ী কোচ ওয়ান্ডারফুল বলেছেন। তিনি মনে করেন এই প্রতিভাবান দলের আরও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। তাঁর কথায়, আমরা এখানে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। কিছু পজিটিভ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু স্পেন ম্যাচে আমরা ভাল খেলিনি। কিন্তু এই ব্যর্থতা মানে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। এই দলে অনেক প্রতিভাবান তরুণ রয়েছে। ওরাই আমাদের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ছেলেদের সঙ্গে অসাধারণ সময় কাটিয়েছি। প্রস্তুতি শুরু করার পর আট সপ্তাহ একসঙ্গে ছিলাম। টুর্নামেন্টের ফল হতাশাজনক হলেও আমাদের ঘিরে একটা আবেগ তৈরি হয়েছিল। যা ফরাসি জনতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আর দিনের শেষে এটা ছিল বিশ্বকাপ। এর থেকে সুন্দর জিনিস আর হয় না।

বিশ্বকাপের মাঝেই মাকে হারিয়েছিলেন দেশঁ। কিন্তু কর্তব্যে অবিচল থেকে প্যারিসে ফিরে গিয়েও দ্রুত আবার দলে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১২-তে দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০১৮-তে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন দেশঁ। ২০২২-এ রানার আপ। শুধু শেষটা ভাল হল না প্রবীণ কোচের।

আপনার ঐতিহ্য কলঙ্কিত হবে না

কোচকে বার্তা এমবাপের

মায়ামি, ১৯ জুলাই : চেয়েছিলেন ম্যাচটা জিতে কোচ দিদিয়ের দেশঁর বিদায়ী মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখতে। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে ৪-৬ গোলে হেরে লক্ষ্যপূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। যদিও ফরাসি অধিনায়কের দাবি, এই হারে দেশঁর ঐতিহ্য কলঙ্কিত হবে না।

এমবাপে বলেছেন, আমরা ম্যাচটা জিততে পারলাম না। কোচের জন্য কিছু একটা করে দেখাতে চেয়েছিলাম। এটা আমাদের কোচের জন্য খুবই দুঃখের। আমরা কেউ চাইনি এমন কিছু হোক। তবে এই ফলের জন্য দেশঁর ঐতিহ্য কলঙ্কিত হবে না। ম্যাচের প্রথমার্ধের খেলা দেখে কেউ বলতেই পারেন, আমরা দেশের জার্সির মর্যাদা রাখতে পারিনি। নিজেরাও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে ইংল্যান্ড আমাদের চাগিয়ে দিয়েছিল। বিরতির পর আমরা নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পেরেছি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেশঁর জন্য আবেগঘন পোস্ট করেছিলেন এমবাপে। তাতে লিখেছিলেন, আজ আপনার শেষ ম্যাচ। ১৪ বছর ধরে আপনি যা করে দেখিয়েছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। এই দলটাকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমবাপে আরও লিখেছিলেন, এত বছর ধরে সবচেয়ে বড় মঞ্চে আমাকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের দেশের অন্যতম সেরা কিংবদন্তির পাশে থাকতে পারাটা আমার সৌভাগ্য। আমরা একসঙ্গে যা কিছু করেছি, যা যা অর্জন করেছি, সেই স্মৃতিগুলো মনে থেকে যাবে। আপনার নতুন যাত্রার জন্য শুভকামনা রইল। আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এই জার্সির জন্য আপনার অবদানের জন্য আবারও ধন্যবাদ।

এদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের জন্য সতীর্থদের একাংশের দায়সারা মনোভাবকে দায়ী করছেন ফরাসি মিডফিল্ডার আদ্রিয়ান র‍্যাবিও। তিনি বলেন, প্রথমার্ধে আমাদের পারফরম্যান্স অত্যন্ত লজ্জাজনক। কয়েক জন সতীর্থের আচরণ আমায় বিস্মিত করেছে। আগে এই ধরনের ম্যাচে যা কখনও দেখিনি। ব্যাপারটা সত্যিই হতাশাজনক। বিশ্বকাপে দাগ কাটার জন্য এই ম্যাচটাই আমাদের শেষ সুযোগ ছিল। আমরা যা করেছি, তা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা ঠিক, স্পেনের কাছে সেমিফাইনালে হারের পর সকলেই খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এটাই বাস্তব। তা-ও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের কাজ করে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।

মদ্রিচের অবসর চান না নতুন কোচ

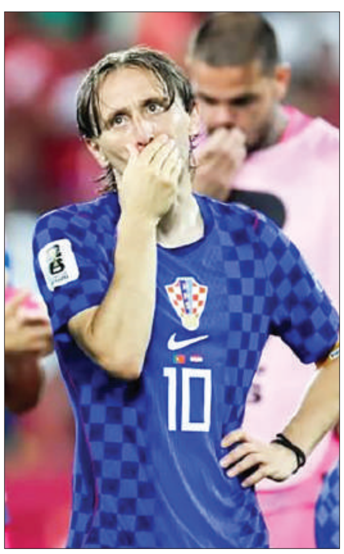

জাগ্রেব, ১৯ জুলাই : ক্রোয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশন জাতীয় দলের নতুন হেড কোচ হিসেবে স্লাভেন বিলিচকে নিয়োগ করেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে ক্রোয়েশিয়ার বিদায়ের পর দায়িত্ব ছাড়েন কোচ জ্লাটকো দালিচ। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বিলিচের নাম ঘোষণা করা হয়। ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার জাতীয় দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে একই ভূমিকায় ফিরে বিলিচের মুখে শুধুই মদ্রিচের কথা।

ক্রোয়েশিয়া জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর বিলিচ জানিয়ে দেন, তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে, লুকা মদ্রিচের সঙ্গে আলোচনা করা। ৪০ বছর বয়সী এই তারকা মিডফিল্ডার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে ক্রোয়েশিয়ার জার্সিতে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ।

বিলিচ বলেছেন, আমি অবশ্যই চাই, লুকা খেলা চালিয়ে যাক। তবে সিদ্ধান্ত একান্তই তার। এরপরই ক্রোটদের নতুন কোচ বলেন, আমার প্রথম কাজ কোনও বেস ক্যাম্পে বসে কিছু ছোটখাটো রদবদল করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় কাজ হল, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলা, বিশেষ করে লুকা মদ্রিচের সঙ্গে।

বিলিচের সংযোজন, লুকা কে, তা আমরা সবাই জানি। ফুটবল ও জাতীয় দলের কাছে তার গুরুত্ব অনেক। আমরা ওকে চাইলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ওর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমাদের জাতীয় দলের ইতিহাসে সে কেবল সেরা খেলোয়াড়ই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু।

সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের দায়িত্বে জিদান

প্যারিস, ১৯ জুলাই : ফরাসি ফুটবলে দিদিয়ের দেশঁ যুগের অবসানের পর নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে প্রস্তুত বিশ্বকাপজয়ী আর এক কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ১০ গোলের থ্রিলার হারের পর সান্ত্বনা, সমালোচনা, বিতর্কের আবহের মধ্যেই জানা গিয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের নতুন হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন জিদান।

দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম 'লা একুইপে'-কে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জিদানের নিয়োগটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। চুক্তি সই-সহ বাকি সব আনুষ্ঠানিকতা ২১ বা ২২ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন সফল কোচ জিদান জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কোচিং স্টাফেও বড় পরিবর্তন আনতে চান। জিদানের সঙ্গে প্রায় ২৫ সদস্যের একটি বড় ব্যাকরুম স্টাফ যোগ দিতে পারে। পাশাপাশি কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফে মেয়েদের অংশগ্রহণও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে ফরাসি কিংবদন্তির।

১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলে দেশঁর সতীর্থ ছিলেন ফরাসিদের আদরের জিজু। সেবার লেস ব্লুজের বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক ছিলেন তিনিই। দেশঁ খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জিতে নজির গড়েছিলেন। ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও মারিও জাগালোর পর তিনি ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি। পরের বিশ্বকাপে দেশঁর নজির স্পর্শ করার সুযোগ পেতে পারেন জিজু। তার আগে ২০২৮ ইউরো কাপ এবং নেশনস লিগে পরীক্ষা এমবাপেদের নতুন কোচের।

ব্যর্থতার জন্য সতীর্থদের দায়সারা মনোভাবকে দায়ী করলেন ফরাসি মিডফিল্ডার র‍্যাবিও

১০ গোলের মহোৎসবে ইংল্যান্ডের ব্রোঞ্জ

হ্যাটট্রিক হিরো সাকাকে নিয়ে সতীর্থদের উৎসব। বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে।

ইংল্যান্ড ৬ ফ্রান্স ৪

মায়ামি, ১৯ জুলাই : ভাগ্যিস বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানের ম্যাচ বলে কিছু ছিল। না হলে মায়ামির লোকেদের ১০ গোলের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার দেখাই হত না!

হত না আরও অনেক কিছুই। এই যেমন কিলিয়ান এমবাপের বিশ্বকাপ ইতিহাসে মেসিকে টপকে সর্বোচ্চ গোল স্কোরারের আসনে বসে পড়া। মেসির ২১ গোল ছিল। এমবাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোল করার পর সংখ্যাটা ২২ হয়ে গেল। ফ্রান্স অধিনায়কের জন্য অবশ্য এটা ক্ষতের উপর প্রলেপ মনে হতে পারে। যেহেতু ইংল্যান্ড তাদের ৬-৪ গোলে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। এটা বিশ্বকাপের ব্রোঞ্জ। তবে এটা পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে আক্ষরিক অর্থে তেমন মূল্য নেই।

আরও কিছু পরিসংখ্যান থেকে গেল এই ম্যাচে। যেমন বুকায়ো সাকার হ্যাটট্রিক। ১৯৬৬-র পর বিদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের সবথেকে ভাল পারফরম্যান্স। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে সবথেকে বেশি গোলের রেকর্ড। আর ১৪ বছর পর ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশঁর বিদায় নেওয়া। এবার জিনেদিন জিদানের হাতে উঠবে কোচের ব্যাটন। কিন্তু বিদায় বেলায় এমবাপেরা যে দেশর হাতে ব্রোঞ্জ তুলে দেবেন ভেবেছিলেন, সেটা আর হল না।

দুটো দলের কেউ এই তৃতীয় স্থানের ম্যাচ খেলতে চায়নি। ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুহেল প্রথমে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তারপর এক সুর শোনা গিয়েছিল দেশঁর গলায়। ম্যাচের আগে তিনি বলেছিলেন, আমরা শ্রেফ কর্তব্য পালন করতে নামছি। না হলে ফুটবলাররা কেউ খেলতে নামতে চাইছিল না। এটা ফ্রেন্ডলিও না, আবার কোনও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও নয়। এর কোনও মানে হয় না। ডিফেন্ডার কন্তেও ম্যাচের আগে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। আসলে চ্যাম্পিয়নশিপ না জিতলে বাকি কিছুর দিকে কেউ তাকায় না।

তবু খেলাটা হল আর তাই লোকজন ১০ গোলের মহোৎসব দেখতে পেল। কী অদ্ভুত কাণ্ড, বিরতিতে ৪-০ গোলে এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। ফ্রান্স এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট দল ছিল। স্পেনের কাছে সেমিফাইনালে হেরে তাদের ফোকাস নড়ে গিয়েছিল। ৩ মিনিটে ডেকলান রাইস গোলের দরজা খুলে দেন। ১৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ডিফেন্ডার এজরি কনসার। এরপর ৩৭ মিনিটে সাকার প্রথম গোল। বিরতির ঠিক আগে আরও একটি গোল করে ম্যাচের ফল ৪-০ করে দেন তিনি। ফের খেলা শুরু হলে ফ্রান্স এবার নড়েচড়ে বসে। শেষবারের জন্য কোচ হিসাবে দেশঁ কিছু ট্যাকটিক্যাল পরিবর্তন করেছিলেন। যা আখেরে কাজ করছে বোঝা গেল এরপর।

৪৮ মিনিটে এমবাপে গোল করার ৬ মিনিট বাদে ৪-২ করে দেন ব্যাডলি কুপার। ৬৬ মিনিটে ৪-৩। এটা এমবাপের দ্বিতীয় ও বিশ্বকাপে ২২তম গোল। তখনও এগিয়ে থাকলেও ফ্রান্সের আক্রমণের ঢেউ একের পর এক ইংল্যান্ড অর্ধে আছড়ে পড়ার পর মনে হচ্ছিল টুহেল হয়তো ম্যাচ রাখতে পারবেন না। ঠিক সেই সময় তাঁরা পেনাল্টি পেয়ে যান। যা থেকে সাকার হ্যাটট্রিক ও ৫-৩। তবে গোলবর্ষণ তখনও থামেনি। স্টপেজ টাইমে প্রথমে ওসমান ডেম্বেলের গোলে খেলার ফল দাঁড়ায় ৫-৪। কিন্তু তারপর জুড বেলিংহ্যামের গোলে ৬-৪।

খোলা চিঠিতে বিদায়ের ইঙ্গিত দিলেন মেসি

ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টিনা দলের ফুটবলার, কোচিং স্টাফ ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এই ছবি পোস্ট করেছেন মেসি।

নিউ জার্সি, ১৯ জুলাই : রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই কি দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন লিওনেল মেসি! স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালে মাঠে নামার আগে ইনস্টাগ্রামে সতীর্থদের উদ্দেশে লেখা খোলা চিঠিতে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

নীল-সাদা জার্সিতে যে তাঁর সফর শেষ হতে চলেছে, ৩৯ বছর বয়সী মেসির পোস্ট করা বার্তার ছত্রে ছত্রে তেমনই ইঙ্গিত রয়েছে। ইনস্টাগ্রামে গোটা আর্জেন্টিনা দলের একটি গ্রুপ ছবি পোস্ট করেছেন মেসি। এর সঙ্গে দলকে পরিবার বলে সম্বোধন করে লিখেছেন, একটা পরিবার। শেষ কিছু বছরে কয়েকটা খেতাব জয়ই শুধু নয়, আমাদের পুরো সফরটাই ছিল অসাধারণ। এই দলের সঙ্গে প্রতিদিনের পথ চলা, একসঙ্গে লড়াই করা, কঠিন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানো সবকিছুই। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি আমরা। আমার প্রত্যেক সতীর্থ, দলের সব টেকনিক্যাল স্টাফ এবং সেই সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ। যাঁরা আমাদের জাতীয় দলকে পরিবারের মতো ধরে রাখতে প্রতিদিন পরিশ্রম করেন। রবিবার যাই হোক না কেন, এই দলটা এমন একটা গল্প লিখে ফেলেছে, যেটা আমরা কখনও ভুলব না। গল্পটা কেউ মুছে দিতেও পারবে না।

মেসি আরও লিখেছেন, চলো আর্জেন্টিনা। আমরা ইতিমধ্যেই বিশেষ কিছুর সাক্ষী হয়েছি। সেমিফাইনালে জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠার মুহূর্ত থেকেই আমরা অনুভব করতে পারছিলাম। জানি, সমর্থকেরা যে কোনও ম্যাচের থেকে বেশি ওই ম্যাচ জিততে চেয়েছিল। প্রথমত, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল। দ্বিতীয়ত, জিততে পারলে আরও একটা বিশ্বকাপ ফাইনাল। এর তাৎপর্য অপরিসীম। আমি জানি আর্জেন্টিনার মানুষ কতটা খুশি হয়েছেন। আমার মা, পরিবারের অন্যেরা আমাকে মানুষের উৎসবের ছবি পাঠিয়েছেন। দেশবাসীকে এই আনন্দটা দিতে পেরে আমি খুশি এবং গর্বিত।

এটাই যে মেসির শেষ বিশ্বকাপ, সেটা কার্যত নিশ্চিত। এবার কি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথাও জানিয়ে দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সময়। এদিকে, মেসি-বন্দনায় মুখর বার্সেলোনা ক্লাবের সভাপতি জুয়ান লাপোর্তাও। তিনি বলেছেন, মেসি আরও একটা বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলায় দারুণ খুশি হয়েছি। ও আমাদের লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছে। আমাদের গর্ব।

> আমাদের সফরটা ছিল অসাধারণ। এই দলের সঙ্গে প্রতিদিনের পথ চলা, একসঙ্গে লড়াই করা, কঠিন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানো সবকিছুই। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি আমরা। আমার প্রত্যেক সতীর্থ, দলের সব টেকনিক্যাল স্টাফ এবং সেই সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ। যাঁরা আমাদের জাতীয় দলকে পরিবারের মতো ধরে রাখতে প্রতিদিন পরিশ্রম করেন।

মাঠে ময়দানে

20 July, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ